অতিথি

অপর্ণা মহান্তি

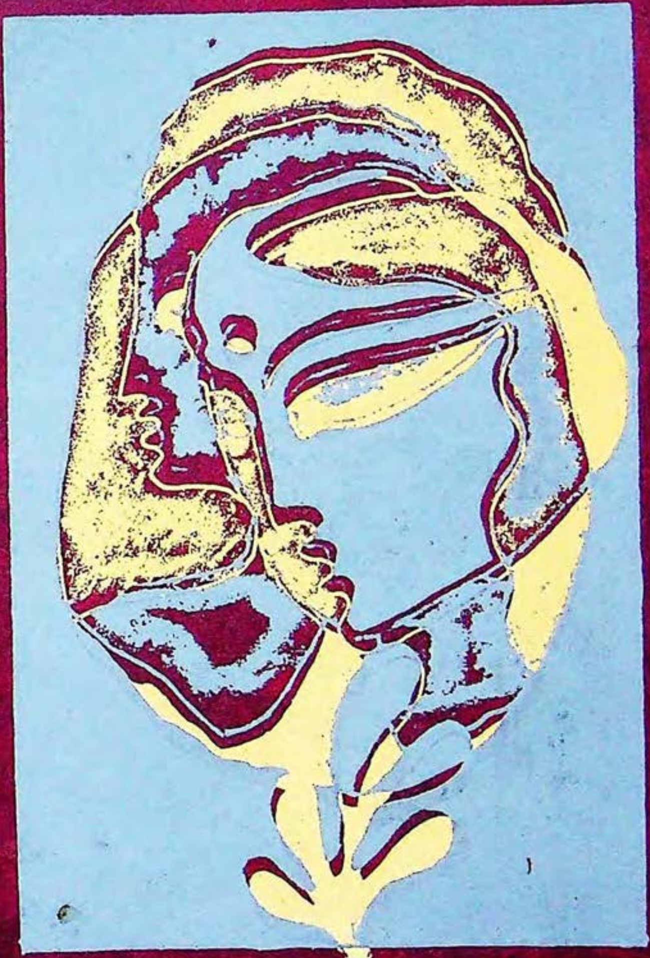

ভাষান্তর নিরঞ্জন জেনা

Source: Author, Digitized by PPRACHIN, SOA

অতিথি

অপর্ণা মহান্তি

ভাষান্তর : নিরঞ্জন জেনা

দিনান্তের অন্বেষণ

Source: Author, Digitized by PPRACHIN, SOA

Atithi
A collection of Oriya poems
of Aparna Mahanti
Translated by Niranjan Jana

প্রথম প্রকাশ : কলকাতা বইমেলা ২০০০

© ডঃ অপর্ণা মহান্তি
কেন্দ্রাপাড়া, ওড়িশা
দূরভাষ (০৬৭২৭) ২২৬৩৬

প্রচ্ছদ : মুনিকেশ শীল

প্রকাশক : 'দিনান্তের অন্বেষণে'র পক্ষে মুনিকেশ শীল
ডাক্তার লেন, চুঁচুড়া, হুগলী - ৭১২১০১

মুদ্রক : CARE
খাদিনামোড়, চুঁচুড়া, হুগলী

মূল্য : কুড়ি টাকা

Source: Author, Digitized by PPRACHIN, SOA

উৎসর্গ

বাংলার সমস্ত কাব্যপ্রেমীকে

Source: Author, Digitized by PPRACHIN, SOA

Source: Author, Digitized by PPRACHIN, SOA

সমকালীন ওড়িআ কবিতায় অপর্ণা মহান্তি একজন ছলনাহীন, নির্ভীক প্রতিশ্রুতি। প্রগতিশীল নারীবাদী দৃষ্টিকোণ হোক বা সমাহিত প্রেমানুভবের মুগ্ধ উচ্চারণ হোক, নারীত্বের এই দুই পরস্পর বিরোধী ভাবনাকে রূপ দিতে তাঁর কবিতা সমানভাবে শানিত ও মুক্ত। গাঢ় ইন্দ্রিয় সমবেদনাশীল কবিতা রচনা করতে অপর্ণা সমকালীন কবিদের মধ্যে অগ্রনী ধরা যায়। নিঃসংকোচ আত্ম অভিব্যক্তির দিক থেকে তিনি এক বিদ্রোহী কাব্যস্বর। শব্দের তীক্ষ্ণতা, মিতব্যয়তা, ভাবসচ্ছতা ও ছন্দময় প্রসারণশীলতা তার কবিতার বৈশিষ্ট্য। সম্প্রতি তিনি কেন্দ্রাপাড়া মহাবিদ্যালয়ের ওড়িআ ভাষা সাহিত্য বিভাগের প্রধান অধ্যাপিকা। ওড়িআ ভাষায় প্রকাশিত তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলি 'অব্যক্ত আত্মিয়তা', 'অসতী', 'নিঃশব্দরে' এবং অনুবাদ কাব্য কবি গুলজারের 'পোখরাজ'।

প্রকাশক

Source: Author, Digitized by PPRACHIN, SOA

মুখবন্ধ

ভালবাসা চিরকালের এমনই ....।

এমন সুখ, যে দুঃখকে অবলম্বন করে বেঁচে থাকে। এমন দুঃখ, যে সুখের তিন তর্পন করবার সন্তোষে নিমজ্জিত হয়। এমন প্রগলভ্ ভাব ...., যার শব্দ ধারার কোন অর্থ থাকে না, ... যত যত গভীরতা পায় ততটা অর্থমণ্ডিত হয়ে ওঠে। এমনই মুক্তি। যা প্রগাঢ়তম বন্ধন বেঁধে রাখে।

আত্মার উচ্চতম চেতনার শীর্ষবিন্দুর সুক্ষতম তলই .... এই প্রেম। বুকে আবেগের আকাশ, চোখের অনুরাগের সমুদ্র ধরে, চিরসন্ন্যাসের বিমুক্ত বিন্দুর উপরে আঙুলের ডগায় দাঁড়িয়ে যায় ব্যগ্র আকুলতা। মাটির দেহকে একটি মুহূর্তের স্নেহ অন্য মুহূর্তে বিমোহ আবার তা ক্ষণদাহে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

দুর্লভ প্রেমের এই অনুভব। নিমেষের কোটি জন্মের সুখদায়ী এই প্রীতিকে ছুঁতে কে জানে কত কোটি জন্মের তপস্যার প্রয়োজন হয়। তবুও অভাবই হয় সম্বল। ধরতে ধরতে হাত থেকে খসে যায় আবাল্য বাঞ্ছিত শারদীয়া চাঁদ। অকিঞ্চন নারী আমি। স্থিতি বলতে কিছু হাড় মাংস মেদ। সম্বল বলতে মুহূর্তের অনিশ্চিত আয়ু। আভারণ বলতে জীর্ণ হয়ে আসা ছেড়া ফাটা শাড়ী। তার ভিতরে দেবত্ব কে পরাহত করে প্রেমের পথে কে বা হাঁটতে পারবে আমার হাত ধরে? এ খেলা যে কঠোরতম তপস্যা থেকে দুরূহ! বারংবার হতাশ হয়ে ভূমিতে লুটিয়ে যাওয়া আত্মা আসন্ন মৃত্যুর আলিঙ্গন ঘন হয়ে আসার সময় সত্তা বিবশ হবার বেলায় .... বহু ভাগ্য থাকলে হঠাৎ তিনি আসেন জীবনকে ফিরিয়ে আনেন আম্রমুকুল ও হলুদ বসন্তের ঋতুর ভিতরে।

আমি দেখেছি। তিনি আসেন ভোরের আলোয়, দক্ষিণা বাতাসে। গোধুলির রক্তিমায়, পাখির কূজনে দীপশিখার জ্যোতিতে, বর্ষার রিমঝিম সুরে ও শিউলির গন্ধ মেখে। একটি ক্ষণে তাকে চেনা যায় তো অন্যক্ষণে অচেনা। এই মুহূর্তে অনুরাগের রাস্তা আর মুহূর্তে পরিত্যাগের নিষ্ঠুরতম গৈরিকতা। তার চিত্রটি কল্পনা করার জন্য অযুত চোখের দৃষ্টি কোটি ঠোটের কম্পন লক্ষ বাহুর বেপথকে কত সহস্রবার প্রাপ্তি অপ্রাপ্তির সংশয় ও বিশ্বাসের চালুনিতে ছাঁকতে ছাঁকতে অনুমাত্র সুকুমার ভাব সঞ্চয় করতে করতে আমার অতিথি তাতে উপহাস করে আরো সুক্ষ আরো পারদর্শী হয়ে জ্বল জ্বল করে।

নারীর ভিতরে থাকা প্রেমিকাভাবের সুকুমার সৌন্দর্য্যকে সকলে খোঁজে। কেউ তার দীর্ঘজীবন কামনা করে না। আমি নিজেকে যতবার পরখ করেছি ততবার দেখেছি নারীর দেহে প্রথমে বাজে প্রেমিক তারপরে নারী প্রেমিকা নিস্প্রাণ হয়ে গেলে ভিতরের নারীও মরে যায়।

যেখানে পূর্ণতমার স্পর্শ পাবার জন্য ধনজন গোপলক্ষ্মী পরিবেষ্টিতা সাধ্বী নারীর মাথার সিঁদুর নয়, প্রেম পাগলিনী, নিঃস্ব, কুল-কলঙ্কিনীর চরণকিঙ্কর হতে হয়, সেখানে ঈশ্বরকে নয় একা অতিথিকে আসতে হয়। সে শুধুই অতিথি। সেই চিত্রকর একজন অনন্ত বন্ধনের বৃত্ত আঁকার সময় স্বামী কি প্রেমিক যদি হতে পারতেন কত ভাল হত। তিনি ঈপ্সিতাতম, অন্তরতম। কিন্তু অনাত্মীয়। তিনিই মহামিলনের মুহূর্ত পুনশ্চ মহাকাল। একটি মুহূর্তে প্রেম-পুরুষ, বিদেহী অন্য মুহূর্তে দেহী। কলির বাঞ্ছিত কল্পনায় গড়া যা বুদবুদ প্রায় কায়া .....। সে আমার অতিথি এই সমাহিত লগ্নে তাকে যে কোন নামে বরণ করতে পারি। আমার কিছু বারণ নেই।

অপর্ণা মহান্তি

Source: Author, Digitized by PPRACHIN, SOA

(১)

কিছু তো প্রস্তুত ছিল না সেদিন ....
বরং
আর কখনো না আসতে
নিষেধ করেছিলাম বারংবার
আমার কাঙ্খিত মুহূর্তদের।

দীপ,ধূপ, পূর্ণকুম্ভ
শাঁখা আর উলুধ্বনি
কিছুই ছিল না তখন
এমন কি দু'পায়ে আলতা
কিংবা গরদের শাড়ি।

বিদেহ আত্মার মতোন
সম্পূর্ণ নিরাভরণ
অধিকার শূন্য ছিল সত্তা।

নির্ধারিত ছিল না তো লগ্ন
সে দিন কোন শুভতিথি বলে
ছিল না স্বতন্ত্র ঘোষণাপত্র।

অথচ সে দিনই
তিনি এলেন
ভেঙে যাওয়া আগল
আর এলোমেলো খড়ের চালটিকে
সাজিয়ে দিলেন তাঁর নিজেরই হাতে।

মেঝের জমে থাকা ধুলো
তিনি ঝেড়ে নিলেন ধুতির খুঁটে।
কতদিনের নিবে যাওয়া উনুনকে
সাফ করে আগুন ধরালেন।
এসব কী হচ্ছে —
আমি কিছু বোঝবার আগেই

Source: Author, Digitized by PPRACHIN, SOA

তিনি কোলে তুলে নিলেন মাথাটা আমার
আর দু'ঠোঁটে এঁকে দিলেন চুম্বন।

স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল আমার শ্রুতি
ঠোঁটও নিস্পন্দ ছিল তাঁর
কিন্তু আমার যুগাবধি ক্লান্ত অতন্দ্র চোখের পাতারা
স্পষ্ট শুনতে পেয়েছিল —
শুয়ে পড়ো,
আমি তো কাছেই আছি!

ঘুম ভাঙবার মুহূর্তে দেখি
আঁচলে বাঁধা আছে একটি চিঠি
চিঠিটিকে খুলে পড়বো কি!
দেখতে দেখতে সে চিঠি
একটি বসন্তবৌরি হয়ে
আমার বাগানের বউলভরা
আমের ডালে উড়ে গেলো।

(২)

কার্তিকের স্নিগ্ধ দুপুর।

কিছু একটা পাবার ভিত্তি ভূমির মতো
সূর্যতাপ, বিমুগ্ধ কোমল।

সত্যি সেদিন সকাল থেকে বারবার
চোখে পড়েছিল
কতই না শুভচিহ্ন।

নরম স্নানের বেলায়
হেঁটে গিয়েছিল
আমার সামনে ক'জোড়া
শালিখ স্নানের ঘাটে,
আর আমার পায়ে ঠুকরে ছিল
জলের চুনো মাছ।

Source: Author, Digitized by PPRACHIN, SOA

বসন্তবৌরি পাখি
দুলিয়ে ছিল টগরের ডাল
আর উঠোন থেকে
শোনা গিয়েছিল দাঁড়কাকের
অধির রব।

আমি চমকে উঠেছিলাম
কেন জানিনা
চোখের পাতায় বারবার
স্পষ্ট হয়ে উঠছে
কাল রাতের শেষ প্রহরের
সেই অবুঝ স্বপ্ন।
বেশ মনে পড়ছে
জীবনের প্রথম ফাগুনের
নতুন অন্যমনস্কতা,
বেশ ধরা পড়েছিল
প্রতিদিনের জঞ্জালের
সহস্র কোলাহলের
এক টুকরো বাঙ্ময় নীরবতা।

বুঝতে পারিনি আমি
কেমন করে ফিরে এলো
নিস্তব্ধ প্রাণে ওগো ঈপ্সিততম,
তোমাকে পাবার ব্যাগ্র আকুলতা।

হাত থেকে বারবার পড়ে যাচ্ছিল কাঁসার বাসন
তাড়াহুড়োয় ঘরেবাইরে, হই-পরে
যতসব কাজে সেরে বদলাতে গেলাম নতুন শাড়ি
একটা দমকা ঝড়ের মতো
তুমি এসে কোলে নিলে।
বেশ-বাস
আস্থা এবং অবিশ্বাস
সব কিছু পড়ে রইল পায়ের নিচে ....

আমি জানি না
কেমন জড়িয়ে গেলাম
আর হারিয়ে গেলাম

Source: Author, Digitized by PPRACHIN, SOA

তোমার দেহে।

ছিঃ এ কি লজ্জার কথা।

কত সাজিয়ে গুছিয়ে তোমাকে
দেখবো বলে ভেবেছিলাম
কিন্তু তুমি বেছে নিলে এমন
চরম অসতর্ক মুহূর্ত।

(৩)

এতদিন কোথায়
লুকিয়েছিলে মুখ?

সারারাত ছটফট করে
ভোরবেলা আবছায়া ঘুমে
এসে ঝাপসা স্বপ্নে তুমি
হাসি ছড়িয়ে দিলে।

সকল আশা হারিয়ে
আমার ব্যাকুল চোখ থেকে বয়ে যাওয়া
ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু
তোমার আঙুলের ছোঁয়ায়
আটকে গিয়েছিল আমার চিবুকে।

একটি দীর্ঘশ্বাস হয়ে
তোমার দরদভরা করতল
স্পর্শ করেছিল পুণ্যবোধ,
কর্তব্য ও অধিকারের নির্মম নখদন্তে
ছিন্নভিন্ন আমার অচেতন-অসহায় দেহ।

তখনই তোমার চোখে চোখ রেখে
নিজের সুন্দরতম রূপকে দেখবার অভিলাষ হয়তো
ফিরিয়ে দিয়েছিল আমায়
বারবার
জীবনের মতোন জীবন

Source: Author, Digitized by PPRACHIN, SOA

এবং বাঁচবার মোহ।

কাদা মাটিতে লেপটে
আজও বেঁচেছিলাম বলে
আমার সমর্পনের বাগিচায়
কদম, পদ্ম ও শিউলির রূপধরে
বিকশিত আজ কায়মনবাক্য
ওগো প্রিয়তম,
যদি এতদিন আমার জন্য
উন্মুক্ত রেখেছে দুয়ার
তবে আর দেরি কেন
নাও নাও এ মালাটি
কণ্ঠে ঝোলাও।

(৪)

সমস্ত সংসারের এলোমেলো জিনিষ থেকে
আমি বেছে বেছে কুড়িয়ে রাখি
আমার ভালোলাগা মুহূর্তগুলোকে
লোভীর মতো ......।

সন্ধ্যাবেলায় একটি তারা উঠলে
তার চোখ মিটমিট করে
উঠোনে একটি মল্লিকা ফুটলে
তার গন্ধ ম-ম করে
সকালে খালি পায়ে বাগিচায় হাঁটলে
শিশিরের আর্দ্র চুম্বন,
নিঝুম দুপুরে জোড়া জোড়া পায়রার
বক বকম শব্দে শির শির করে উঠে
কানের লতি,
আমার আঁচল ও কবরীকে বিপর্যস্ত
করে দেওয়া পাগল বাতাস,
সকলকে আমি মুঠোয় ধরি এবং বলি
আঁচলের বন্ধনে থাকো।
তিনি এলে খুলে দেবো তোমাদের।

Source: Author, Digitized by PPRACHIN, SOA

নতুন পত্রিকা থেকে দাগ দিয়ে
বেছে রাখি মনছোঁয়া
কবিতার পংক্তি।
তার পছন্দের শাড়িকে ভাঁজ করে রেখে দিই
তার আসার দিনের জন্য।

চুনো মাছের সরষে বাটা
অন্য দিনে রান্না করতে বসলে
জলে চোখ ভরে যায় এমনি এমনি।
হ্যাঁ গো হ্যাঁ আমি জানি
এই নিবিড় লগ্নদের
সাজিয়ে রাখা কী কষ্ট!
বিশেষতঃ তাঁর আসা যাওয়ার
যখন কিছুই ঠিক থাকে না।

অপেক্ষার উপসংহারের জন্য
হয়তো স্বপ্ন দেখেতে হয়
আগামী জন্মের ....।
তবুও আমি কুড়িয়ে নিই
স্বপ্নের রঙিনতম টুকরোকে,
এ জন্মে না হলেও
পরের জন্মে তাঁকে পাওয়ার
পবিত্রতম ইচ্ছাটিকে।

নুয়ে আসে বিকেল ....
কোনও এক অজানা উদ্বেগে
সদর থেকে উঠোন অবধি
অস্থির পায়ে পায়চারি করি।

প্রতিটি মুহূর্তে মনে হয়
কেউ কি ডাকছে!
দূর দূরান্ত থেকে
কেউ যেন এসে
বারান্দার খুঁটিতে হেলান দিয়ে
ক্লান্ত দাঁড়িয়েছে!

Source: Author, Digitized by PPRACHIN, SOA

(৫)

সারা পৃথিবীর লোকের
অজানা ছিল
সেই বারবেলা .....
হঠাৎ যখন উবে গেলো
সকল দেওয়াল আমার
চারপাশ থেকে।

সরে গেলো পায়ের নিচে থেকে ভূমি
আর মাথার উপর থেকে ছাদ।
কেউ একজন ফুলের মতো
তুলে ধরেছিল আমায়।
একটি চাঁদ গোলাকার পাখার মতো
শুকিয়ে স্বেদবিন্দু।

একটি তারা এসে
চুম্বন এঁকে দিয়েছিল
আমার চোখের পাতায়
আর দুলিয়ে দেবো বলে
সমুদ্র পেতে দিয়েছিল কোল।

এতদিন ধরে
ভারি লাগা
দু'হাতের চুড়ি
গেয়ে চলেছিল গান
বেশ সহজ কণ্ঠে।

পায়ের বাঁধা ঝুমুর
বেজে উঠেছিল ছুম ছুম।
কাকে প্রথমে ডাকবো
মেঘ না ময়ূর
একথা ভাবতে ভাবতে
নেবে চলেছিলাম আমি
আর আমার মাথার জড়না
উড়ে গিয়েছিল বাদলে।

Source: Author, Digitized by PPRACHIN, SOA

আর কার কথাই বা বলবো
কেমন করে
আমি নিজেও জানতাম না
আজ কি তিথি নক্ষত্র!

এ অনুভবের নাম কি?
ভাবনায় ডুবে যাওয়ার সময়
বুঝতে পারি না দিন নাকি রাত!

একটি অদ্ভুত অমৃত বিন্দু ছাড়া
আর কিছু দেখতে পাচ্ছি না আমি।
ওঙ্কার ছাড়া অন্য কোন শব্দ
কানে আসছিল না।
একাকার হয়ে গিয়েছিল
আকাশ - সমুদ্র-পৃথিবী
আর সকল প্রকৃতি
বিশ্বময় পাখিদের কাকলি
শিশুদের কান্না এবং
কাল-কালান্তরের আহ্বান।

চেতনা পাওয়া ও হারিয়ে যাওয়ার
এই পরম মিলন লগ্নে
একবার শুধু আমি দেখেছিলাম
তাঁর চোখ ও অধরের দিব্যহাসি
একটি মুহূর্তের জন্য
এইটুকু শুধু জানতে পেরেছিলাম যে
তাঁর অভয় দু-বাহু
ধীরে ধীরে জড়িয়ে ধরছে আমায়
প্রশস্ত বক্ষে .....
নিঃশব্দে নির্বিরোধে
একটি আচ্ছন্ন প্রীতিতে।

(৬)

আমার মনে হয়েছিলো
তুমি একদিন

Source: Author, Digitized by PPRACHIN, SOA

চলে আসবে আমার কাছে
কোনো চিঠি কিংবা
আমন্ত্রনের অপেক্ষা না রেখে।
কিছু দেওয়া কিংবা নেওয়ার
প্রসঙ্গ না থাকলেও
তুমি হাঁটতে হাঁটতে
কখন আমার দুয়ারে পৌঁছে যাবে
আনমনে।

ঘরে পা রাখতে না রাখতে
চঞ্চল হয়ে উঠবে যাওয়ার জন্য ....।
আর তখনই
আমার আঁচলের প্রান্তটুকু
ছুঁয়ে যাবে তোমার কপোলে।
তোমার এক নিমেষের
গভীর চাউনির উত্তরে
আনত হবে আমার চোখের পাতা।
আর জলের গ্লাস
হাতে তুলে দেবার সময়
তোমার আঙুলের ছোঁয়ায়
অবশ হয়ে আসবে আমার শরীর।

আমার ভিতর থেকে
কেউ একজন
মুক্ত হতে আকুল হবে
তুমিও আপ্রাণ আটকে রাখবে
তোমার আকুলতার ঢেউকে
অথচ কেউ কাউকে
কিছুই বলতে পারবো না।

এত কোলাহলের স্রোতে
ভেসে যেতে যেতে
কখন আমরা সত্যি সত্যি
পৌঁছে যাব
কোনো এক অজানা
নীরবতার দ্বীপে
কোন্ দিক থেকে উড়ে এসে

Source: Author, Digitized by PPRACHIN, SOA

এক শুভ্র কোমল কুয়াশা
ঘিরে নেবে আমাদের

আর তারই মাঝে
সবার চোখের ইশারাকে
উপেক্ষা করে —
জন্ম নেবে একটি শিশু
দেখতে ঠিক ব্যাসের মতো।

(৭)

কেউ একজন বলে গেলো
হয়তো তুমি আসবে
সন্ধ্যা বেলায়।
অশ্বত্থ গাছের আড়ালে
দিন ফুরিয়ে গেলে
দীপ জ্বলে উঠবে
তুলসীর মঞ্চে
সত্যি কি এত ভাগ্য হবে আমার
শরতের শশীর মতো
তুমি হাসবে আমার উদাস আকাশে।

আমি জানি,
ঝরা পাতায় ভরা উঠোনে
তুমি একদণ্ড দাঁড়ালে
দেবতার থেকেও সুন্দর মনে হবে তোমায়।

এ কথা জানার পর
পা আমার মাটিতে পড়ে না।
অকারণ এই আমার গায়েপড়া
ভাব দেখে সকলেই
আড়চোখে দেখে।

মাথার ওড়নাকে
বারবার টানলেও লজ্জায়
রাঙা হয়ে ওঠে

Source: Author, Digitized by PPRACHIN, SOA

কানের লতি
আর তখনই
সকলে জেনে যায় সবকিছু।

যে যা ভাবছে ভাবুক
সে দিকে আমার নজর নেই
আজকাল আমি বেশ বুঝতে পারি
সংসারের যাবতীয়
স্বীকৃত সম্পর্কের
ঘনঘোর আঁধারকে
হতভম্ব করে
একটি নক্ষত্রের মতো
তুমি যখন নেমে আসবে
নির্ধারিত স্বর্গে
শুধু আমার জন্যে।

সহস্র সূর্যের দ্যুতি
আবছা হয়ে যাবে
শুধু এক মুহূর্তের জন্য
এই রাত্রির সিংহাসনে
আমার বাহুর
বরমাল্য পড়ে।

(৮)

দরজায় টোকা দেওয়া মাত্রই
আমি বুঝতে পেরেছিলাম
তুমি ছাড়া আর কেউ নয়।
টেলিফোনে কেউ একজন
কবি বন্ধু জানিয়েছিলেন
প্রাণের আবেগ।
দুধ উথলে ওঠার গন্ধ
ছড়িয়ে পড়েছিল রান্নাঘরে
বিছানা থেকে ঘুম ঘোরে
ডেকেছিল ছোট মেয়ে,

Source: Author, Digitized by PPRACHIN, SOA

আমি কিন্তু বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম
সবার থেকে এক পলকে।

কী অপূর্ব সুগন্ধি ব্যগ্রতায়
পা টেনে নিল আমায়
উন্মনা তটিনীর মতো উচ্ছ্বলিত হয়ে
মিশে যেতে সমুদ্রের থেকেও অতল
তোমার প্রীতির পরম প্রবাহে।
শিকলকে ছোঁবার আগেই
দৃষ্টি আনত হল এমনি এমনি
হাত থেমে গেল পরম আবেগে
ওধার থেকে তোমার শ্বাসের ধ্বনি
মনে হয়েছিল বাঁশির পঞ্চম তান।

শিকল খোলার পর
আমি জানি না কোন
দ্বার মুক্ত করলাম।

সিংহদ্বার?
স্বর্গদ্বার?
মোক্ষদ্বার?
না শাল্মলী নরকের দ্বার?

(শাল্মলী : কুলটা নারীকে শাল্মকী নরক —
যন্ত্রনা ভোগ করতে হয় বলে
ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধে বর্ণিত আছে।)

এ কোন্ দ্বার খুলল?
নিবিড় আশ্লেষে তোমার
সব ভুলে গেলাম।

একটির পর একটি
তুমি শীতল করেছিলে
পার্থিব-অপার্থিব
সকল বন্ধন।

এ যাবৎ দেহের সকল যন্ত্রণা

Source: Author, Digitized by PPRACHIN, SOA

পূতিগন্ধময় যত
তিক্ত অনুভূতি
অশ্রু ও রক্তসারণ
তিক্ত ও রক্তক্ষরণ
কেমন করে বদলে গিয়ে
টলটল করেছিল
পদ্মপাতার পাপড়িতে তোমার
সত্যি যেন এ দেহ আজ দেহ নয়
এক ফোঁটা সুবাসিত শীতল চন্দন।

পাদ্য, অর্ঘ্য, গন্ধ, পুষ্প
অন্যান্য উপাচার আর
কিছু তো ছিল না
শুধুই চন্দনে চর্চিত হলেন
অতিথি আমার।

দেওয়ালে ঝুলেছিল
একটি পুরানো ক্যালেন্ডার
সমর্পিত তন্ময় ভঙ্গিমায়
আলিঙ্গনাবদ্ধ ছিল
শ্যামের সঙ্গে রাধার শরীর।

(৯)

আমি জেনেছিলাম
একদিন না একদিন
তুমি এসে পৌঁছাবে
আমার দুয়ারে।
শুধু এ জন্মের নয়
জন্মান্তরের তপস্যা
আত্মার লক্ষবার খোঁজ
এ সব কি বৃথা যাবে?

শুধু তোমাকে দেখবো বলে
কতবার এসেছি এ সংসারে
আর ফিরে গেছি

Source: Author, Digitized by PPRACHIN, SOA

জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি
টেনে গেছি
তবুও চোখ খুলিনি।

তোমাকে খোঁজার সময়
অন্ধের অভিসারের মতো
কত দেহকে ছুঁয়েছি
সে দেহ তোমার নয়
এ কথা জানতে পেরে
কাঁদ কাঁদ মুখে
একাকী ফিরেও এসেছি।

এতদিন ধরে
ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকায়
সব আত্মীয়জনের
দাবীকে নির্বিবাদে
ভোগ করা এ আমার
নারীদেহ যেন
আমার নয়
শুধু একটি রঙিন পুতুল।

তোমাকে পাওয়ার জন্য
প্রতিবারের ব্যর্থতা
নীল পদ্মের মতো
তোমার কমনীয় শরীরে
একটি বাড়তি পাপড়ির
মতো লেগে থাকে।

বারবার বিফলতার
পাঁক ও কাদাতে
আকণ্ঠ ডুবে যাওয়ার সময়
পূর্ণ থেকে পূর্ণতর হয়ে
ফুটে ওঠা তোমার স্বরূপকে
দেখতে দেখতে
আরও নিবিড় করে
তোমাকে চিনেছি।
আজ যখন তুমি কাছে এসে দাঁড়ালে

Source: Author, Digitized by PPRACHIN, SOA

তোমার শ্বাসের সুগন্ধ থেকে
আমি তোমাকে ঠিক চিনে নিলাম।

তবুও তোমার পাদপদ্মকে
ছুঁয়ে নিলাম একটু
শুধু নিশ্চিত হতে
হয়তো তোমার রূপ ধরে
আর কেউ আসবে বলে।

আমার দিব্যি
আদৌ মিথ্যে নয়
তোমাকে ছোঁবার মুহূর্তে
আমি কিছু বলবার আগে
এই আমার পুতুল দেহের
নখ থেকে মাথা পর্যন্ত
জীবন পেল প্রথমবার।
এবং স্বাগত স্বাগত বলে
কোটি কোটি জন্মের
হৃদয়ে রচনা করা
সমবেত গানও গাইলে
তাঁর সেই
অদ্ভুত অভ্যর্থনার প্রবাহে
ভেসে যেতে যেতে
অন্য কোনও দ্বন্দ্বে পড়বার আগে
আমি চোখ খুললাম।

'থাক থাক আমি সেই
অতিথি নই
হয় তো অন্য কেউ হবে'
এই কথা বলে
তুমি আর ছলনা করো না।
আকুল সমর্পণের
এই সুতোতে বাঁধা
অনন্যোপায়
তুমি আকর্ষিত হয়ে এলে।

মেনে নাও —

Source: Author, Digitized by PPRACHIN, SOA

এই ঘটনা যা তোমার
কোনও চাতুরি নয়।

দেখ দেখ এই আমার ভরা চোখে
নিজেকে একটু দেখ।

বাঁশির সপ্তম স্বরের
অর্থ ছাড়া
স্থান-কাল-পাত্র
বয়সের ব্যবধান
চতুবর্গ ফলপ্রাপ্তি আশা
অথবা অন্য কিছু
সেখানে কি আছে?

প্রাণের প্রাণ ওগো আমার
কেমন করে ঠকিয়ে দেবে
'আমি নই আমি নই বলে'
আজ সময়ের সঙ্গে বাজী ধরে
যখন সত্যি সত্যি তোমাকে
কাছেই পেয়েছি।

(১০)

তোমার পথ চেয়ে
রয়েছি বলে
জীবনকে গিঁট দিয়ে
বেঁধেছি শাড়ির আঁচলে।
যদিও এর মধ্যে মৃত্যু এসে
ডেকেছে বারবার।
'আর একটু পরে' বলে
তাকে ভুলিয়ে ফিরিয়ে দিয়েছি
হয়তো কখনো
তুমি এসে ডাকবে দ্বারে।

দু'চোখের দর্পণকে
তেমনি চকচকে রেখেছি আমি

Source: Author, Digitized by PPRACHIN, SOA

চোখের জলে ধুয়ে
শুধু তোমার মুখ
স্পষ্টতর হবে বলে।
অধরকেও রসে টুসটুসে রেখেছি তেমনি
তোমার চুম্বনের প্রতিদান দিতে পারবো
আরও মধুর করে।

হয়তো বয়স বাড়লে
তুমি চিনতে পারবে কিনা
তার জন্য উদ্ভিন্ন যৌবনে
চরম বিন্দুতে
সাজিয়ে রেখেছি
আমার সারাটা শরীর
পুষ্পিত, পল্লবিত
বসন্তের প্রথম সম্ভার।

দুরন্ত এ প্রতীক্ষার
রাজরাজেশ্বরী ভঙ্গীর পাশে
মাথা নিচু করে
প্রতিটি মহাকাল করে নমস্কার।

কী অপূর্ব অভিনিবেশে
আমি ডুবে গেছি যে —
মনে আসে না এখানে
অন্য কোনও তুলনা
সন্ন্যাসির সমাধি ব্যতীত।

প্রতিক্ষণে ক্ষয় হয়ে আসা
শ্বাস কিংবা আয়ু
সৃষ্টি - স্থিতি - ধ্বংস
তোমাকে দেখবার এই পবিত্র বিন্দুতে
ভুলে গেছে এখানে কখন
অতিথি ছিল অথবা ভবিষ্যতে আসবে।

আমি শুনেছি
শেষ আশা পূরণ না হওয়া পর্যন্ত
যায় না জীবন।

Source: Author, Digitized by PPRACHIN, SOA

আমার তো শেষ আশা
তোমাকে পাওয়া
প্রতিবার - পরিপূর্ণ মুখ নিয়ে
তুমি যাবার পরে .....

আর একবার তোমাকে
পাবার ইচ্ছাই
অবশিষ্ট থেকে যায়
আমার প্রাণে
শেষ আশা হয়ে।

(১১)

সে দিনের সেই
শরতের ভোর ....।

শিউলির ডাল থেকে
ঝরেছিলো ফুল।

গভীর অন্ধকার থেকে
মিহি ওড়নার ভিতর
লাজুক মুখটি লুকিয়ে
বিন্দু বিন্দু শিশিরে ভিজে গিয়ে
যখন তোকে এগিয়ে
দিতে গেলাম,
কি অপূর্ব স্পন্দনের দোলায়
দুলেছিলো সারাটা শহর।

পথের বাঁকে
ঝাপসা হয়ে আসা তোর দেহ
যখন চোখের আড়ালে চলে গেল
মন্থর পায়ে ফিরে এলাম বিছানায়
মানস পূর্ণ হওয়ার
সতেজ ক্লান্তি নিয়ে।

Source: Author, Digitized by PPRACHIN, SOA

অগোছাল পুলকিত শয্যায়
খ'সে পড়া খোঁপার
বিবর্ণ ফুল এখানে সেখানে
আমার পা থেকে খ'সে পড়া
একটি নূপুর —
সকলে আমার দিকে তাকিয়ে
মুচকি হাসি হেসেছিলো।

একটি ইশারায়
জিজ্ঞাসা করেছিলো তারা —
কাল সন্ধ্যাবেলায়
দম্ভ করেছিলে তুমি
আমাদের দূরে রাখবে বলে।

এখন করবে বা কি ?
আমাদের এই অমূল্য নিধিকে
কেমন করে দিনের বেলায়
কার থেকে লুকিয়ে রাখবে?
আমি চেষ্টা করেছিলাম
কেমন করে লুকিয়ে রাখবো
এই আমার অপূর্ব পরাজয়কে
এরা তো এখন থেকে
অত বেশি দাম্ভিকতায় পূর্ণ।

আমার ঘরের আঙিনায়
ছড়িয়ে পড়েছিলো দিনের আলো
আমাকে তবু ঘিরেছিলো
আর এক নিদ্রাহীন রাত
যেখানে কেউ ছিল না
শুধু ঘরের চৌকাঠে হাত রেখে
হেসেছিল আমার আত্মার অতিথি।

(১২)

কি কপাল আমার
তোমাকে অতিথি করে

Source: Author, Digitized by PPRACHIN, SOA

পাবার ইচ্ছায়
আমি নিজেই অতিথি হলাম
তোমার ঘরে —

ঘরের সিঁড়িতে
পা রাখতে না রাখতেই
প্রণামের জন্য
একটুও সময় দিলে না
ছুটে এসে
ডেকে নিলে ভিতরে
উষ্ণ আলিঙ্গনে।

কত ভোরে এলে
খাওয়া দাওয়া হয়েছে কিনা
আরও কিছু অসুবিধা
ঘটল কি রাস্তায়
একেকটি প্রশ্ন
জিজ্ঞাসা করলে।

প্রথম বারের মতো
দেখলাম তোমার ঘর।

তোমার স্পর্শে সুরভিত
আবেগে সুসজ্জিত
প্রেম আর কবিতার
অনন্য মন্দির।

এখানে পা রাখলে
মর্মরিত হয়ে উঠে
বাঁশির সুর আর
ওখানে হাত ছোঁয়ালে
ধ্বনিত হয়ে ওঠে প্রণব ওঙ্কার।

আমাকে সেই
কান্নাভেজা গানের আবহে
রেখে কখন তুমি
লুকিয়েছিলে

Source: Author, Digitized by PPRACHIN, SOA

আহা আমি মরে যাই!

তারপর সারা দিন
কত কথা কত ব্যথা
ঝ'রে পড়েছিলো
চোখের জলের মতো
কত গান, কত যে কবিতা।

কখনও ঠোঁটে ঠোঁট চেপে
অপলক চোখে
তাকিয়েছিলে আমার দিকে
কখনও বা নিবিড় করে
জড়িয়ে ধরেছিলে আলিঙ্গনে
আর মাটি থেকে আমাকে
এত উঁচুতে তুলে ধরেছিলে যে
আকাশকুসুম গাঁথা দোলায়
দোল খাওয়ার মতো আমার
মাথা ঘুরে গিয়েছিলো।

তোমার দিব্যি,
সেদিন তোমার সঙ্গ ছেড়ে
ফিরে আসার পর ভেবেছি
শিল্পী আর সাধকের হাতে
সেই দিনটিই আমার প্রথম
দেবী প্রতিমার সাজে
জীবনন্যাস।
বাকি সব
জীবনের ভরে
শুধু ভিজে মাটির মতো
বইতে বইতে
আমি হাঁটছি বৃথাই।

(১৩)

সবাই জিজ্ঞাসা করেছিলো
কেন এতো দেরি হলো?

Source: Author, Digitized by PPRACHIN, SOA

হ্যাঁ এবং না-এর দোলায়
আমি কেবলই ভেবেছি
আহা কত দ্রুত
বেলা বয়ে গেল!

খুব ইচ্ছা ছিল
আর একটু তোমার
সঙ্গে কথা হোক তোমারই উদাস দৃষ্টিতে
প্রেম প্রীতি আর চোরা ইশারায়।

চলে যাওয়ার জন্য
তোমার ওঠার সময়
শূন্য হয়ে গিয়েছিলো আমার বুকের আকাশ
আমার আবেগের কোমল নদী
স্রোতহীন হয়ে গিয়েছিলো।
আমি ভেবেছিলাম
একবার আমার চোখের আড়াল হলে
আর কবে দেখা হবে
তুমি কথাও দিলে না।

তাই নীরব অনুনয়ে
আমি তোমায় আর একটু
থেকে যেতে বলেছিলাম।

কেন যে এমন হয়?
সহস্র বিধিনিষেধ, গঞ্জনা
তীরের তীক্ষ্নতা যেন
শত শত তর্জনী আর
চাবুকের মতো উঠে আসা
ভ্রু লতার আঘাত সত্ত্বেও
ক্রমশঃ দূরে সরে যাওয়া
লোকটির সঙ্গে জড়িয়ে যায়
সকল সুখ দুঃখ
আত্মার ..... দেহের।

যেখানে একদিন
কিংবা একবেলার জন্য

Source: Author, Digitized by PPRACHIN, SOA

লৌকিক সম্পর্ক শুধু রাখবার কথা,
সেখানেই কে যেন লিখে
দিয়ে যায় অলৌকিক
কবিতার ছন্দ
যুগ যুগান্তরে যায়
তুলনা চলে প্রসঙ্গ আসার বেলায়

প্রীতির .....
সমর্পণের ....
শর্তহীন
বিশুদ্ধ ভালোবাসার .....।

(১৪)

ঝড়কে কোলে নেবার আবেগে
জড়সড় পাতাটিকে
কোন্ শাখা ভরসা করবে
আশ্রয় দিতে ?

একটি অস্থির
পরিব্রাজক মনকে
বাঁধতে গিয়ে
কবে থেকে
বাঁধা পড়েছে
শেল সহস্র
অসহায় প্রেমিকা হৃদয়।

নিজের জন্য
সাজিয়ে রাখা
পরিমাপহীন শীতল
নিঃসঙ্গতা থেকে
যখন ঝ'রে পড়ে
কিছু উষ্ণ আত্মীয়তা
বসুন্ধরাব্যাপী
ঠিক তখনই
পাওয়া যায়

Source: Author, Digitized by PPRACHIN, SOA

আমার কাঙ্খিত অতিথির
পরম পরিচয়।

সারাটা সংসারের
ঝড় ও মেঘকে
কুড়িয়ে নেওয়া
এই নিঃসঙ্গ মানুষটিকে
দেখবার মুহূর্তে
বদলে যেতে
বাধ্য হয় সময়।

তাকে ছুঁতে ছুঁতে
বয়ে যাওয়া বাতাস
শিহরণ তোলে এদেহে .
তার কান্নাভেজা উদাস চোখে
এমন কি আগুন থাকে যে
যে দিকে তাকায়
সে দিক উদ্ভাসিত হয়ে উঠে।

কোনও অধিকার কিংবা
অভিমানের সাদা কালো রঙে কি
আঁকা যেতে পারে
তার ছবি?
না বিচ্ছেদ কি মিলনের
ঋতুকে অনুসরণ করে
অনুভব করা যেতে পারে
তার গন্ধ?
কে জানে কেমন এ
অদৃশ্য মানিক
মুঠোয় না থেকেও
বুকে চেপে রাখে যার
অহরহ হারাবার ভয়।

(১৫)

আমার জন্যে শুধু একবার
সে জীবন হোক বা মৃত্যু

Source: Author, Digitized by PPRACHIN, SOA

ওদের নিষ্ঠুর অধিকারকে
একবার শুধু প্রত্যাখান করো কবি।

কেবলই আমারই জন্য
যতই ছোট হোক না কেন
গড়ে দাও এক প্রেমের পৃথিবী।

কিছু ফুল, কিছু কবিতা
কিছু চোখের জল
আর একটি রাতই যথেষ্ট,
সাজিয়ে দেবার জন্য
সেখানে চন্দ্র, সূর্য, সমুদ্র, অরণ্য।

আর কি?
আমার দেহের প্রতিটি অনুকে
সাজিয়ে দেব আমি
পা রাখবে তোমার
এমন কে কোমলতম ভূমি
যা কখনো তোমার কপালে আসেনি।

শোন, প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি
আমি সাজিয়ে রাখবো
এ পৃথিবীতে ঝ'রে যাওয়া
সকল আবেগের মেঘকে
হয়তো কখনও প্রয়োজন হতে পারে
সঞ্জীবনের জন্য কোনো অসহায়
দগ্ধীভূত একটি হৃদয়ের।

এর পরেও কি বলবে
দিন শেষ হয়ে আসছে
আমার কথা শুনতে
তোমার আর সময় নেই?

এত মিনতি করছি কেন জান?
জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি
গ্লানি-অবসাদ এ সময়ের ভান করে
তুমি যদি না বলে দাও

Source: Author, Digitized by PPRACHIN, SOA

তবে সব কিছু একত্র করে
অবিনশ্বর এক সৃষ্টি
সৃজন করবে যা তুমি ছাড়া
আর কোনও সৃষ্টিকর্তাই নেই।

(১৬)

সে দিন ......
তোমার আমার সম্পর্কের
সব কথা জেনে যাওয়া
অন্তরঙ্গ বান্ধবী আমার
বলেছিল মমতামাখা স্বরে
তোমাকে এখন ভুলে যাওয়ার জন্যে।

বলেছিল যা হওয়ার ছিল হল
এবার তোমার নিজের এবং তার
ঘর দুয়ার সংসার জঞ্জাল
ধীরে ধীরে বেড়ে চলেছে
এ বয়সে এমন পাগলামী
আর শোভা পায় না।

বলেছিল,
এত অথৈ জলে
ভেসে যাওয়া ভালো নয়
মাঝি না থাকা
একটি টলোমলো নৌকাতে বসে।

কি-ই বা লাভ
এমন কুয়াশায়
সাঁতার কেটে
এর থেকে কি বা পাওয়া যায়
কিছু নিন্দা কলঙ্ক ও লাঞ্ছনা
আর কি?

দু'জনের সংসার যদি
বিপর্যস্ত হয়ে যায়

Source: Author, Digitized by PPRACHIN, SOA

দু'জন কি মনে মনে
নিজেকে দোষী করবে না অকারণে?

শুনতে শুনতে আমিও ভাবলাম
সত্যি কথা বলছে সে।
তেল নুনের সংসারে
অভাবে ভরপুর
সঙ্কীর্ণ এ মাপজোক
পৃথিবীর পরিধির ভিতরে
প্রতিদিন এমন ভব্য অতিথিকে
আমন্ত্রণ জানানো
সম্ভব বা উচিত নয়।

তার পা ধুয়ে দিতে
প্রয়োজন হয়
প্রেমিকার নিশর্ত চোখের
ঝ'রে যাওয়া স্বর্ণাশ্রু
এ মহামহিমের জন্য
শয্যা সাজাতে
ছড়িয়ে দিতে হয়
সম্পর্করহিত এত সীমাহীন শূন্যতার কোল

বেদী সাজাবার সময়
ব্যথা ও হাহাকারের
টগবগে তেলের কড়াইয়ে
তাজা ছাঁকা প্রাণভরা দরদের
একটি একটি অন্নও ব্যঞ্জন
বেছে সাজাতে হয়।

প্রতিদিন এত কথা
আনবো কি করে
বারবার এসব দেখলে
কার বা দেহ সইবে এ ঘরে?

ঠিক আছে আর তাকে
খুঁজবো না
বলতে বলতে দু'চোখ থেকে

Source: Author, Digitized by PPRACHIN, SOA

ফোঁটা ফোঁটা ঝরেছিল অশ্রু।

কেঁদো না গো
বুক বাঁধো
মন পাওয়া কথা
এখানে কি সব সময় মেলে?

বলেছিল, বান্ধবী আমার
কপালে চুম্বন করে।
ঠিক এ সময়
আধখোলা দরজা ঠেলে
কেমন করে অবেলায়
তুমি এলে ভিতরে।

চোখের পলকে
আঁধার মুছে গেল।
প্রেতাত্মার ছায়ার মতো
আমাকে ঘিরে নানা
আদেশ ও উপদেশ
হিতের কথা, শাস্ত্রাচার
বন্ধুর পরামর্শ সরে গেল দূরে।

এক বিদ্যুৎরেখার মতো
সকলের চোখ থেকে
সরিয়ে নিয়ে হাত
মেঘের মতোন ঘনঘোর
বুকেতে তোমার আমি শিখে গেলাম।

(১৭)

এতবার বারণ করার পরেও
কেন যে ঝাপসা হয় চোখ
অশ্রুভারে?
চেতনার অনন্ত শয্যায়
তোমাকে আলিঙ্গন করে
নিশ্চিন্তে শুয়ে থাকার সময়

Source: Author, Digitized by PPRACHIN, SOA

কেন যে প্রাণ আমার
সাঁতার কাটে এমন শূন্যে
তোমার ঠোঁট
তোমার বাহুবন্ধ।

কেন যে আমার অস্তিত্বকে
ছিন্নভিন্ন করে এবং
আমাকে বেসামাল করে
মনে পড়ে বেশ মনে পড়ে
প্রিয়তম, তোমার সে কমনীয়
শালপ্রাংশু দেহ।

হাতের কাছে যখন তোমাকে পাইনা
সেই দুর্ভাগ্যকে সহ্য করে নিতে
তোমার আমার সম্পর্ক
কত অতীন্দ্রিয় বলে
নিজেকে আমি নিজেই দিই
রাশি রাশি মিথ্যে আশ্বাস।

সত্যি তুমি কি জান?
পুজো আমার অসমাপ্ত এবং সমর্পণও
জীবনে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ
প্রাপ্তি যে অপূর্ণ
একবিন্দু জলের মতো
আমার তুচ্ছ তনুতে
তোমার সে সুবাসিত
চন্দন শরীরে নিবিড় সংযোগ
এ সময় জন্ম নেয়
শুধু একফোঁটা বাটাচন্দন
আর কিছু নয়।

(১৮)

জানি জানি
তুমি ছলনার প্রেমিক
তোমার সঙ্গে সুরতিতে

Source: Author, Digitized by PPRACHIN, SOA

মিশে যাওয়ার সময়ও
তুমি দাঁড় করিয়ে দাও
আর একজনকে কক্ষের দ্বারে।

রাত গভীর হলে
সে ইশারায় বলে
চলো যাই ঘরে
অন্যেরা অপেক্ষায় থাকবে।
জানি ঠিক তখনই
তোমার নিবিড় বাহু
ধীরে ধীরে শীতল হয় কেন?

সরে যায় ঠোঁট
খুলে যায় চোখের পাতা
নীরব সাক্ষী হয়
দু'ফোঁটা চোখের জল
অচেনা সে ছায়া
মুছে দেয় তোমার
শ্যামল তনুর মায়া।

যে ছিল আমার পাশে
তাকে আর দেখতে পাই না।
মনে হয় আর একজন
হেঁটে চলে যায়।
রাজরাজেশ্বরের মতো
সে ক্রমশ দূরে চলে যায়
সে আমার নয়
কদমতলার সেই কপট নাগর।

প্রতিদিন সে যতই ব্যস্ত করুক
বেশ ভালো লাগে
তার সে ছলনা
মনে মনে ভাবি
একসময় বিশ্বভার
বহন করতে যে
সেই একটু আশ্রয় পেতে
চায় আমার পায়ের নীচে।

Source: Author, Digitized by PPRACHIN, SOA

(১৯)

স্তব্ধ আমার আয়ু
মুগ্ধ সময় .....
তোমাকে পেয়ে স্বপ্নময় মহাশোল
আপন পৃথিবী
জরা-ব্যাধি-মৃত্যু
ব্যথা-অহংকার সকলই প্রেমময়।
সুবাসিত তোমার দৃষ্টির বহ্নিতে
নিরুদ্বিগ্ন আমার তনুশিখা জ্বলে।

নেই আবরণ
নেই গো নির্বাণ
এ যৌবনজ্যোতি
চির অক্ষয়।

ধূপের ধোঁয়ার মতো
স্পর্শে তোমার
সুরভিও আমার আত্মার মন্দির।
সেটুকু পূর্ণতা
ফুটে ওঠে যতো
হারিয়ে যায় আঁধারে নিজস্ব পরিচয়।

তোমার বিভোর বাহু
অধীর অধর
তোমার সামীপ্যসুধা
মধু ও মধুর।
বিচিত্র এ যুদ্ধ কেমন
গৌরবও তেমন
যেটুকু অধিক তা
সব মিলে পরাজয়।

তোমার দেহের প্রতি রেখা
আর প্রতি বিন্দু
উচ্ছল করে আমার
সপ্তসিন্ধু অঙ্গ
মিলন তৃষা আর

Source: Author, Digitized by PPRACHIN, SOA

বিরহের বিষ,
কণ্ঠলগ্নার এ দুটিই প্রাপ্তি।

কতদিন গেল
গেল কত রাত্রি
খুঁজতে খুঁজতে
এমন অতিথি
দেবে নাগো আমায়
ইহার ভার,
থাকবে না যার সঙ্গে
দেহমনের ভয়।

(২০)

তোমাকে পাওয়া কখনও
ছিল না গো প্রিয়
কি হারাবার দুঃখও ছিল না
পেয়ে হারাবার ও হারিয়ে পাবার
সময় এখন হল।

পাবার সুখ এবং হারাবার দুঃখ
এমনভাবে একাকার
চাঁদ ও মেঘের লুকোচুরি দেখে
সত্যি যেন ঝ'রে পড়ে
আকাশের হাসি।
এমন সময় অশ্রুর সুরে
গান গাইবার দিন
মিলনের গীতি।

শূন্যতার উতলা স্রোতে আসে
পুলকিত প্রাপ্তি।
ব্যথার বজরা ডোবে আর ওঠে
মেপে নিতে ব্যাপ্তি
একটি ঢেউয়ের হাতে
বিভোর প্রাণ রাখবার ছিল।

Source: Author, Digitized by PPRACHIN, SOA

(২১)

ভাবনাকে রূপে
আর রূপকে ভাবনায়
পাওয়া কত যে আনন্দ?
বুঝতে পারিনা এ দেহ আমার
নাকি প্রতিটি পদ গীতগোবিন্দ।

না ছুঁয়েও একটি ময়ূরচন্দ্রিকা
অজান্তে আমাকে ছুঁয়ে যায়
চোখের আকাশে আশ্বিনের চাঁদ
এমনি নেমে আসে —
ধরা দেয় হাতে
হারিয়ে যাওয়া কুমারী দিনের চাঁদ।

আঁধার আসে নীল শাড়ি আমার
তার স্পর্শই অলঙ্কার
সর্বস্ব নিয়ে সাম্রাজ্ঞী সাজায়
অদ্ভুত এ শৃঙ্গার।
নিঃস্বতার সাথে
কত অনুরাগে
নির্বন্ধ হয় আত্মার
নিবেদন করে মহা অধিকার
সমর্পন মহা সম্পদ।

নিন্দা যে ঘটে
হৃদয়ের নিধি
কলঙ্ক মহাসম্মান।
নিজেকে ভুলে
তার সঙ্গে মজে যাই
ঘটে নিঃশ্বাসের ছন্দ।

শব্দের কিছু অর্থ থাকেনা
বাঁশির ধ্বনি ছাড়া।
কোটি কোটি জন্ম আর
একটি মৃত্যু এক মুহূর্তে সমাহিত।
বেদনায় আমার সঞ্চারিত

Source: Author, Digitized by PPRACHIN, SOA

সৃজনের স্নিগ্ধ সুগন্ধ
বুঝতে পারি না
এ দেহ্ আমার নাকি
প্রতিপদ গীত গোবিন্দ।

(২২)

এ রাতের আকাশে কার প্রতিবিম্ব?
আজই কোন মধু-ঋতুর আরম্ভ?
প্রীতি মুখে তার সুঠাম কপাল
প্রথম মেঘের মতো তার ঘন চুল
আর আবেগ উদ্দীপ্ত তার নাসা
যেন অরুণ মুক্ত।

তার গভীর চোখে যমুনার জল
সমাহিত রাশ কুঞ্জ তার কোল
তার ভঙ্গিতে প্রত্যক্ষ দিবা ত্রিভঙ্গ।

তার নিঃশ্বাসে বাঁশির পঞ্চম তান
তার নিশ্বাসে সাকার শ্রী বৃন্দাবন
আর নখাগ্রে কেলি-কদম্ব।

তার নিবিড় রথে তমাল তমসা
ছলনার জালে আমার আশা ও নিরাশা
আমার ঠোঁটের রঙে তার অধর চুম্বন।

কেন যে যাবো না
কেন হারাবো না
আগামী সকাল আমি
থাকবো কি থাকবো না।

নিমেষে মিশেছে এ অঙ্গে অনঙ্গ।

(২৩)

দূর থেকে .....
তোমার আগমন দেখে

Source: Author, Digitized by PPRACHIN, SOA

আমি কপাট বন্ধ করলাম।
যদিও ঘরে কেউ না থাকলেও
সে দিন সকাল থেকেই
বিভোরে তাকিয়ে ছিলাম
তোমার আসার পথচেয়ে।
রচনা করেছিলাম ষোড়শ শৃঙ্গার
ধূপ ও চন্দনের গন্ধে
ঘর সুরভিত।

বাসর রাতের মতো
শয্যা সাজিয়ে ছিলাম।

এমন সময় দেখলাম
তোমার আগমন
বাড়ন্ত নদীর জলের মতো
ভরপুর, ত্বারিত।

হঠাৎ কেন যে মনে হল
দেখি কিভাবে চোখের পলকে
পরিপূর্ণ বাণিজ্যের পসরা সাজানো
একটি জাহাজ স্বদেশের বন্দরে
নোঙর ফেলার সময় ডুবে যায়।

দেখি কেমন লাগছে
দু'হাতের পাপড়িতে
অকস্মাৎ খ'সে পড়া
অমূল্য রত্ন আগুনের রূপ নিলে।

দেখি, একবার অনুভব করি,
কেমন লাগবে সত্যি
যুগ যুগ ধরে
বোবা মুখে একটি শব্দ
উচ্চারণ করার জন্যে উন্মুখ
হওয়ার মুহূর্তে নিজের
হাতে জিহ্বা ছেদ করলে।

বিশ্বাশ করো

Source: Author, Digitized by PPRACHIN, SOA

ব্যথা বিরহ এ হাহাকারে
গড়া আমার প্রেমিকা
ভাবনার জোর কত তার পরিমাপের
আর কোনও উপায় ছিল না।

বন্ধ দরজার ও পাশে
তোমার অস্থির করাঘাতে
ভেঙে ধুলো হওয়ার জন্যে
অনুরাগে স্পন্দিত হৃদয়কে আমার
তক্ষুনি কেড়ে ছুঁড়ে দিলাম।

এবং প্রণব থেকে ব্যাপক
মৃত্যু থেকে নির্মম
একটি নীরব আর্তনাদে
নিজেকে নিশ্চিন্ত করলাম
তোমাকে পূর্ণতম থেকে
আরও বেশি করে পাওয়ার
আকাঙ্খায় আমি চোখ বুঝলাম।

কিছুক্ষণ পরে হয়তো তুমি
ফিরে যাবে আমি কিন্তু
নিশ্চিন্ত ছিলাম যে
তুমি আমাকে ঠিক বুঝে নেবে।

জমাট বাঁধা অশ্রুতে
গড়া তোমার দেহ
ওগো প্রিয়তমা
কঠিন শীতল।
অগ্নির দ্যুতির মতো
প্রতিবিম্ব তোমার
ঝলমল করবে নিশ্চয়
সেই স্বচ্ছ তনুর দর্শনে।

(২৪)

কাকে কি দেবে
তাতে আমার কি আসে যায়?

Source: Author, Digitized by PPRACHIN, SOA

স্ত্রীকে কতটা ভালোবাসবে
সন্তানকে কতটা আদর করবে
কতটা আনুগত্য দেখাবে
তোমার বাবা মাকে
আর লৌকিক সম্ভাষণ
জানাবে বন্ধু-বান্ধবদের
তা তুমিই জানো।

আমি প্রতিবার দেখি
এই সব ভিড় কেটে
আমার কাছে পৌঁছবার সময়
তোমার চন্দ্র-উদ্ভাসিত মুখ
যেন বিবর্ণ হয়ে যায়।
তোমার অবসিত মুখ দেখে
দীর্ঘ বিরহের ব্যথা
নিরর্থক প্রতীক্ষার সকল যন্ত্রণা,
অবরুদ্ধ যত অভিমান
জলের বুদবুদের চেয়েও
আরও অসহায় ভাবে ভেঙে যায়।

তোমার মলিন কপালে
বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখে
আমার সমস্ত প্রতিবাদ আর
প্রতিরোধ অশ্রু হয়ে থেমে
যায় চোখের কিনারে।

হতবাক্ আমি
ভুলে যাই আমার পরিচয়
অষ্ট পাটবংশীদের গৃহিনী রূপ
বা দ্রৌপদীর ঐশ্বর্য —
কিছুই নেই আমার
দূর সম্পর্কীয়া শুধু তোমার
সঙ্গে — একটি পরিচয়।

আমার শতধাছিন্ন
আঁচলের গাঁটে বাঁধা আছে
রাশি রাশি কলঙ্কের গাথা

Source: Author, Digitized by PPRACHIN, SOA

সে কথাও ভুলে যাই আমি
পুরোপুরি।

জীর্ণ বাস
শীর্ণ দেহ
ও বিদীর্ণ হৃদয় জুড়ে
আমি তোমার জন্য
দ্রুত পেতে দিই শয্যা।

সময়ের থেকেও ব্যাপক
এক ক্যানভাস জুড়ে
আমি এঁকে দিই
অনন্ত শয়ন দৃশ্য
সেই শূন্য, নগন্য মুহূর্তে
সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো
জীবনের অন্য যত শর্ত
লুটিয়ে পড়ে তোমার
পায়ের সীমানায়।

(২৫)

সময় অসময়ে
তোমার পা
আমার ঘরে পড়ছে বলে
আমি আজও বেঁচে আছি।

এ কথা আর কেউ না জানুক
তুমি তো জানো,
প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা
সকলের সুখের জন্য
নিজেকে টুকরো টুকরো করে দিই।
তারপর আমার ক্লান্ত দেহকে
আত্ম সুখলোভী নির্দয় রাত পিষে দেয়
দাম্পত্যের কঠিন পাষানে।

ঠিক তখনই দুচোখ থেকে

Source: Author, Digitized by PPRACHIN, SOA

গড়িয়ে পড়া অশ্রু
যমুনার স্রোত হয়ে যায় —
আর সেই স্রোতে ছোট্ট
একটি ডিঙি বেয়ে
তুমি আস প্রতিবার
তোমার মাথায় শিখিপুচ্ছ
কোমরে বাঁশি।

আমার মুমূর্ষু দেহকে
নিবিড় করে জড়িয়ে ধরো
কেউ জানতেও পারে না
তোমার অদৃশ্য নিগূঢ়
স্পর্শের কথা,
কেমন করে তুমি মুক্ত
করে দাও আমায়
মৃত্যুর অতল গহ্বর থেকে
অক্ষয় জীবন আর অনন্ত যৌবনের
প্রসারিত দিগন্তের দিকে
আমি ভেসে যাই
উচ্ছ্বলিত আনন্দ যমুনায়।

পরিপূর্ণ একটি সূর্য
দাঁড়িয়ে থাকে সেখানে
নিঃশব্দ শারদ প্রাতের
অতিথির মতো।
আমার সমগ্র অস্তিত্ব
পুনরায় পদ্মের মতো ফুটে ওঠে
পুকুরের শ্যাওলা আর পাঁককে
আত্মপ্রত্যয় মাখা দু'ঠোঁটের
হাসিতে ভরে দিতে।

(২৬)

কেউ নই বলেই তো
সর্বস্ব অধিকারকে তোমার জন্য
আমি কুড়িয়ে নিতে পেরেছি

Source: Author, Digitized by PPRACHIN, SOA

আমার আঁচলে
যখন ইচ্ছে তখনই।

কিছু নির্দিষ্ট বন্ধনের পরিভাষা
কোনও সম্বোধনের সীমার ভিতরে অনাবদ্ধ।
এমনকি তোমার নামটিকে
অলঙ্কারে মণ্ডিত করার
সংকীর্ণ স্বপ্ন থেকে আমি মুক্ত হয়েছি।

কিন্তু তবুও,
বাতাসের মুক্তি,
শূন্যতার ব্যাপ্তি
আলোকের দীপ্তির মতো
ঝলমল করে।

কেমন করে কাটিয়ে
উঠতে পারি
এই লোভ
যা জীবন ও মৃত্যুর এই বিপুল বিস্তার
অতিক্রম করতে পারে?

আমি জেনেছি
সহস্র সম্বন্ধ
ও সামাজিকতা
কোটি কোটি বৈধতার প্রশ্নকে
অনায়াসে কেটে দিতে পারে,
'— তোমার একান্ত অনাত্মীয়'
এই একটি স্বাক্ষর।

(২৭)

বহুদিন ধরে
আমার দুয়ারে
তোমার পা পড়েনি।
আমি জানি
গৃহস্থালির কাজ আর

Source: Author, Digitized by PPRACHIN, SOA

স্ত্রীর অসুস্থতা নিয়ে
তুমি ব্যস্ত আছ।
হয়তো তাই
এখানে আসাতো দূরের কথা
তোমার চিঠি লেখারও সময় নেই।

(আমিও দীর্ঘদিন ধরে
একটিও কবিতা লিখিনি)

নিরালায়ে মাঝে মাঝে
আমি খুব আশ্চর্য হই যে
অনর্থক সমস্যাগুলো
কত সহজে নির্বাসিত
করে দেয় বাঁচবার মধুর অর্থকে।
কত সহজে ভাবনার
বিভোর ঢেউয়ে
আগ্রহকে এড়িয়ে
জীবন মেনে নেয়
অগভীর কূপের মতো
রুদ্ধশ্বাসে ভরা
অলীক স্বার্থকে।

তাসের ঘরের মতো
ভেঙে পড়ে হৃদয়ের
যত পবিত্র দম্ভ
হালকা বাতাসে।
পক্ষাঘাতগ্রস্ত একটি অস্তিত্বকে
আর টানা যায় না
আবেগের তীর্থস্থল অবধি।

আর ছোঁয়া যায় না
পরম অনুভবের
আলোকিত নির্মল স্রোতকে —
আমি ভাবছি
তুমি নিশ্চই পথ ভুলে যাবে
এমন কিছু হতাশায়।
তোমার জন্য বড় ভাবনা হয়,

Source: Author, Digitized by PPRACHIN, SOA

আর ইচ্ছা করে
একবার তোমার হৃদয়ের
গভীর ক্ষতস্থানে একটু
মায়াময় আঙুল ছোঁয়াই।

(২৮)

এক একদিন
দেহে দেহ লাগিয়ে
আমি তোমার কাছে
বসার সময়েও থাকি
চারদিক চুপচাপ
আর নিরালা

জ্যোৎস্নাময় রাত্রি
আর উতলা বাতাস
শুধু পাগল

এমন একটি রাত্রির জন্য এবং
এর পর আরও একটি যুগ
অথবা আদৌ আর দেখা
না হওয়ার আশঙ্কা থাকলেও
তুমি কেমন করে নিমগ্ন হয়ে
বসে থাকো আমার পার্থিব
উপস্থিতিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে
একজন ধ্যানী কিংবা শিল্পী ও কবির মতো।

আমার অজান্তে আমিও
কুল লঙ্ঘন করার
সকল ব্যগ্রতাকে ভুলে
তোমার কাঁধে মাথা রেখে
চোখ বুজে যাই,
তন্ময় হৃদয় আমার
তোমার গড়া মূর্তিটি আমার
যা বাতাস থেকে
চাঁদের আলো থেকে

Source: Author, Digitized by PPRACHIN, SOA

অভিসার লগ্নের এমন শিহরণ,
এবং এই মুগ্ধ বিজনতা থেকে
আরও হাল্কা আরও উজ্জ্বল
মাদকতায় ভরা কৈবল্যময়।

বারংবার তোমার আত্মার রত্ন বেদিতে
নতুন করে গড়া আমার প্রতিমূর্তির
প্রতিরেখা, প্রতিবিন্দু, প্রতি অভিব্যক্তি
এত ব্যাপক ও গভীর যে
আমি মনে করি সেই রূপ
কোন্ অনাদি কাল থেকে
অনন্তকাল পর্যন্ত
সকল প্রেমিকার বিশ্বরূপের মতো।
যাওয়া-আসা করেছিল
এই পৃথিবীতে।

আমি ভাবি
এত সূক্ষ্ম তার
অনুপম সৌন্দর্যের স্থিতি যে
একটু নড়াচড়ায় বুঝি মিশে যাবে

যেন সিঁদুরের টিপ
ভ্রূ-লতার মাঝে
সদ্য স্নাতা সিমন্তীনি
এই মাত্র কপালে পড়েছে।

(২৯)

নাপিতিনী সেজে
পায়ে আমার
আলতা পড়ার পরে
মালিকা সেজে
আমার খোঁপায়
মালা পড়ার পরে
আর যোগী রূপ ধরে
আমার থেকে আমার প্রেম,

Source: Author, Digitized by PPRACHIN, SOA

সমর্পন ও সর্বস্ব চেয়ে নেওয়ার মুহূর্তে
আমি ঠিক জেনেছিলাম
কিছু দুর্লভ দুঃখ ছাড়া
আর কিছু দিতে পারবে না আমায়
যাবার বেলায়।

এবং তাকেই কখনও বিষ
কখনও অমৃত ভেবে
আমাকে মরতে মরতেও
বেঁচে থাকবে হবে
বাকিটা জীবন।

তোমার সব কাজ নির্ধারিত।
তোমার জন্ম, বাল্যলীলা,
ভালোবাসা ও সংগ্রাম
এমনকি তোমার মৃত্যুর জন্য
উদ্দিষ্ট একটি শান দেওয়া তীরও
জন্ম জন্মান্তরের কামনাও
প্রতিশ্রুতিতে সমুজ্জ্বল।

এর মধ্যে তোমার সম্পূর্ণ অজান্তে
চুরি করা বাঁশির একটু মূর্চ্ছণা,
রাশকুঞ্জের একটি রাত্রি,
চুল থেকে খ'সে পড়া শীখি আর
স্তনমন্ডলে তোমার ঠোঁটের একটি মানচিত্র
যত্ন করে রাখা কি কম কথা।
সকলে তোমার মহিমা
স্তুতি করার সময়
আমি সযত্নে ঢেকে রাখি
দুঃখের নিবিড় সিন্দুক,
বিহ্বল নীরবতার চাবিটিও
প্রস্তুত রাখি
যেন এইটুকু সম্পদও
আমি রাখতে পারি নিজের কাছে।

তুমি শিখিয়েছিলে
এই ঐশ্বর্যের কাছে

Source: Author, Digitized by PPRACHIN, SOA

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও তুচ্ছ।

হয়তো সেই আশায়
একদিন ফিরে আসবে এখানে
দীনহীন ভিখারী সেজে।

(৩০)

সে দিন সন্ধ্যায়
চাঁদকে ঢেকে রেখেছিল
ভাসা ভাসা মেঘপুঞ্জ
তোমার সেই আকাশের মতো
নির্লিপ্ত নয়ন নুয়ে পড়েছিল
উৎকণ্ঠিত আমার মুখের ওপর
মুগ্ধ আবেশে।

কেন যে জানি না
বাঁশিটিকে আমার হাতে দিয়ে
ছলছল চোখে বলেছিলে
'— এমন করে ছুঁয়েছি তোমায়
আজ বোধ হয় শেষ বারের মতো।
হয়তো এ জন্মে আর কখনও
তোমার সঙ্গে দেখাও হবে না।
দিব্যি আমার আমি আর
ফিরবো না, আমার জন্য ভেবো না —'

তোমার সেই সব কথা
কিছুই শুনলাম না আমি
অথৈ স্বপ্নের সাকার ঢেউয়ে
আমি শুধু ডুবে ছিলাম আর উঠেছিলাম
তোমার গলায় দু'বাহু জড়িয়ে।
তোমার সেই থমথমে
গম্ভীর মুখটি দেখে
দিব্যি আমি মনে মনে
হেসেছিলাম।
ভাবলাম তুমি কি সত্যিই এত বোকা

Source: Author, Digitized by PPRACHIN, SOA

নাকি বোকার অভিনয় করো
শুধু আমাকে ভয় পাওয়ানো জন্যে?

তুমি কি জানো না
একটি জন্ম এমনই বা কি?

এ পৃথিবীর শুরু থেকে শেষ
প্রথম জন্ম থেকে অন্তিম জীবন
ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ, কুবের থেকে মহাকাল
এমন কারই বা সাধ্য আছে যে
কেড়ে নেবে আমার থেকে
ভাগ্য, ভবিতব্য অথবা প্রলয়।

সে নন্দী ঘোষ হোক
অথবা অক্রূরের রথ
কোন্ রথই বা বেগগামী বল
যা তোমার স্পর্শে প্রস্ফুটিত
আমার নিঃশ্বাসের ফুলের রথের চেয়ে?

আমার চোখ থেকে
ঝ'রে পড়া অশ্রুবিন্দুর চেয়েও
কোন্ তীর্থজল বল
বেশি পবিত্র?

আমার কটাক্ষপাতে
সকলেই পথ ছেড়ে দেবে,
ছলনার পরতে পরতে
তুমি নিজেকে কি জড়াতে পারবে!
কতদূরে সরে যাবে
কোষমুক্ত অসির মতো
উজ্জ্বল আমার আত্মার
অকুণ্ঠিত সমর্পন থেকে?

তোমার সকল জ্ঞান-গরিমা
একদিন মিথ্যা মনে হবে
যখন সবকিছু নিঃশেষ
হবার পরে নিজের ভাগ শেষ

Source: Author, Digitized by PPRACHIN, SOA

খুঁজতে খুঁজতে তুমি
পৌঁছে যাবে আমার কাছে।

এবং চকিতে দেখবে
একটি মহার্ঘ্য ঠিকানার
ধ্বংসস্তূপের নিচে
তোমার নিজের বলে যেটুকু
শুধু সেই টুকুই সাজানো আছে
আমার ঠোঁটের, আমার বুকের
প্রীতিস্নিগ্ধ শীৎকারের ভিতর —
যা তুমি সেদিন দিয়েছিলে
তোমার অজ্ঞাতসারে।

শত চেষ্টা করেও
যা তুমি মুছতে পারলে না
আমার ব্যথার পাষাণ দেওয়াল থেকে।

আর আসবে না —
এই বলে চলে গেলে
আমি তবু অপেক্ষা করেছি
আরও এক অনবগুণ্ঠিত মুহূর্তকে
তোমার অজান্তে
যে তোমায় মুক্ত করবে
ধর্ম-কর্ম-সময় ও জীবনের হাত থেকে।

(৩১)

কি জানি কতদিন থেকে
বাঁধা পড়েছিল
কতলোকের কাছে
ভিন্ন ভিন্ন শর্তে
আমার সত্ত্বার অসংখ্য টুকরো।
কখন যে নিজেকে পরিপূর্ণভাবে
দেখতে পাবো এ বিশ্বাস
ভেঙে পড়েছিল পুরোপুরি,
যত্ন সত্ত্বেও ছেঁড়া কাপড়ের

Source: Author, Digitized by PPRACHIN, SOA

টুকরো মতো আমার অস্তিত্ব
বেআব্রু থেকে গিয়েছিল।

মাথা ঢাকার সময়
উলঙ্গ হয়ে যেত পা
আর পা ঢাকার সময়
খোলা পড়ে যেত মাথা।

একটু টানলেই ছিঁড়ে যাবার
ভয়ে দিনরাত দুঃশ্চিন্তার অন্ত ছিল না।

বেশ নিরাপদ মনে হয়েছিল আঁধার।

নিরালায় বসে অসহায় ভাবে
হিসাব জুড়েছিলাম কবে কাকে
কত সুদ আসল দিলে মুক্ত করতে
পারব আমার প্রকৃত পরিচয়।

পাহাড়ের মতো ঋণের বোঝার
একটি নুড়ি শোধবার মুহূর্তে
সামনে জড়ো হয়েছিল আর একটা বোমা।

কর্মকে ভালোবেসে
অরণ্যের অজগরের মতো
কেটে ছিল দিন।
হঠাৎ কোথা থেকে
এসে পৌঁছে গেলে সেদিন
সন্ধ্যার মুহূর্তে।

অষ্ট ঐশ্বর্য মণ্ডিতা
নিখুঁত আমার
রূপটিকে চেয়ে পেতে দিলে থালা।

সারাটা পৃথিবীর দ্রারিদ্রও
শতধা বিভক্ত
এই বিকলাঙ্গ রূপ নিয়ে
কেমন করে যোগ্য হব

Source: Author, Digitized by PPRACHIN, SOA

অগস্ত্যের অঞ্জলির মতো
তোমার আঁজলা ভ'রে দিতে?

দরজার পাশে দাঁড়িয়ে
তোমার ডাকের প্রতিটি আঘাতে
আমি লজ্জায় জড়োসড়ো আর
মাটিতে মিশে গিয়েছিলাম
নিরুপায়ে ভাবলাম বিষ কি জহর
পাবো কি এ সময়ে
আমি মরে যেতে।

তুমি কিন্তু কাছে এসে
নতমুখী চিবুকে আমার
ধীরে ধীরে তুলে ধরে
দু'চোখের কুহক ধরে
খুলে দিলে।

আমি অবাক বিস্ময়ে দেখলাম
সারাটা দেহে আমার ঝলমলে
ঘননীল শাড়ি আর অলঙ্কারে
ভরা রূপ রঙের কথা কি আর বলব!

নিমেষে এমন কি ভাবে হল?

(৩২)

বহু পরিশ্রমের পর
সকল দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, গভীরতা
ভাগ, গুন, যোগ ও বিয়োগ করে
বিধিবদ্ধ নক্সা কাটা মানচিত্রের মতো
সুসজ্জিত রাস্তায়
উদ্বাস্তু রাজপুত্রের মতো
ফিরে এলে একদিন সন্ধ্যায়
ক্লান্ত পথিক সেজে
আমার কাছে দীর্ঘদিন বাদে।

Source: Author, Digitized by PPRACHIN, SOA

গভীর মায়াতে
দুহাতের অঞ্জলিতে
তোমার মুখটি তুলে ধরে
আমি যখন তাকালাম
তুমি বললে, এমন করে
দেখো না আমায়।

তুমি কিউ বা বুঝবে
তোমার এই রেখাঙ্কিত কপালে
আজ আমি কি না দেখছি?

তোমার গভীর চোখের
প্রতিটি কম্পনকে ছুঁয়ে,
তোমার পিপাসিত শুকনো
অধরকে আমার অশ্রুতে ধুয়ে
আজ আমি কি না খুঁজছি?

এতদিন, এত বছর
স্বল্প কল্পান্ত ধরে
ব্যথা, হতাশা ও অবসাদের
গোপন কুঠুরিতে তোমার
কি কি দুর্লভ রত্ন লুকিয়ে রেখে
এখানে এসেছ?

তোমার মুখের,
তোমার দেহের প্রতিটি রেখাকে
স্পর্শ করতে করতে গোপনে
আমি শুধু তাকেই খুঁজছি!

তোমার চোখের নিচে
সেই রেখাটিকে ছোঁয়া মাত্রই
আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম
এতদিনের না বোঝা কবিতার পংক্তি।
নাক ও ঠোঁটের দু-পাশে
কিঞ্চিৎ গভীর যে রেখা
সেখানে দু'ফোঁটা চোখের জল
ঝ'রে যাওয়ার মুহূর্তে

Source: Author, Digitized by PPRACHIN, SOA

আমি অবাক হয়ে দেখলাম
কেমন করে ভেসে যায়
সব অবরোধ
শেষ শ্রাবণের সেই — ভরা নদীর বন্যায়।

ভাঁজ পরা তোর গলায়
আমি ঠোঁট রাখবার মুহূর্তেই
অনুভব করলাম ঢেকে দিতে
আমার আত্মার অসহায় নগ্নতা
আমার সমগ্র অস্তিত্বে
জড়িয়ে যাচ্ছে খুব সূক্ষ্ম,
মোলায়েম এক রেশমী শাড়ি।

ধীরে ধীরে আরও কত কি
কুড়িয়ে নিতাম আমি
সে ভাণ্ডারের অল্প খোলা
জানালার পাশ থেকে।

তুমি কিন্তু হঠাৎ চমকে উঠে সরে গেলে।

সত্যি যেন কিছুই ঘটেনি
তেমন ভাবে একমুখে হাঁটা
শুরু করলে উঠে পড়ে।
আমি কিছু বললাম না বা
তোমাকে আটকালাম না
শুধু তোমার গম্ভীরতা দেখে
আমি হাসি চাপলাম।
কেন জান?
এ তাড়াহুড়ার ভিতরে
তোমার ঘরের চাবি
তুমি ভুল করে রেখে গিয়েছিলে
আমার কাছে।

(৩৩)

জন্মের পর
আমার চার পাশের

Source: Author, Digitized by PPRACHIN, SOA

স্তূপীকৃত আবর্জনাকে
জেনেছিলাম আমার শহর বলে।

একটি পা তোলার সময়
আর একটি পা পুঁতে যায় পাঁকে।
রক্তচোষা জোঁক, শামুক আর কিছু ব্যাঙও
কদর্য সাপকে আমি স্বীকার করে নিয়েছিলাম।

অগত্যা শুনতে পাওয়া
পৈশাচিক কোলাহলকে
স্বজনদের সঙ্গে আলাপ বলে
ধরে নিয়েছিলাম আমি
কেউ কখনো ভুল করে
আমাকে পদ্ম বলে ডাকলে
আমি অন্যমনস্ক হয়ে যেতাম।

সেদিন আমার শহরে
তোমার পা-ফেলা মাত্রই
হঠাৎ যেন মাতোয়ারা গন্ধে
গন্ধময় হয়ে উঠলো চারিদিক।

ভূতের মতো সকলের কথাতে
হাঁ-হুঁ কার আমার মুখ
মুখর হয়ে উঠলো
স্পটিক স্বচ্ছ ঝর্ণার প্রগলভতায়।

আমি আবিষ্কার করলাম
এতদিনে জন্ম মাটি বলে ভেবে নেওয়া
এ শহরের নাগ ফাঁস থেকে
ছিটকে গিয়ে আমি কখন জড়িয়ে গেছি
তোমার বাহু, বক্ষ ও গলার
কস্তুরীর গন্ধে।

আজ তুমি না থাকলেও
তোমার স্মৃতির কোমলতা বেশ মোলায়েম
কর্পূর সিক্ত শয্যার মতো

Source: Author, Digitized by PPRACHIN, SOA

এই আমার কণ্টকিত ভূমি।

আজ আমার মনে হচ্ছে
আমি এখানে চোখ বুজে
শুতে পারবো আরামে
হয়তো এই আশা করি
দু'দিন পরে অথবা
আগামী জন্মে তোমার সঙ্গে
দেখা হবে বলে।

(৩৪)

কত লোকের কত রকমের কাজ থাকে
তোমার কাছে।
ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের পিপাসা।

আমাকে মাধ্যম করে
তোমার কাছে পৌঁছতে
বারংবার ভিড় করে তারা।
সারাটা শহরে প্রচারিত গুজবের
ভিতর কতবার তুমি
লুকিয়ে লুকিয়ে আস আমার কাছে।

এমন কি তোমার কাছে
আসতে না পারা কোনও কোনও শত্রুও
আমার অসহায়তাকে নিয়ে
তোমাকে ভর্ৎসনা করা শুরু করেছে
আমার সামনে।
আমি চুপচাপ শুনি
প্রতিবাদ দিয়ে যায়
জিভের ভিতরে।

তোমাকে নিজের বলে
জাহির করার অভিমান
লুকিয়ে পড়ে বুকের গভীরে

Source: Author, Digitized by PPRACHIN, SOA

যেন সাদা খড়গোশের বাচ্চা।

আমি ধীরে ধীরে
আদর করে তাকে বুঝিয়ে দিই
তুমিতো সাজিয়ে রাখার মতো
একটি মানিক,
তোমাকে কি কখনো
আমি ব্যবহার করতে পারি
এই অপরাধীদের কাছে?

(৩৫)

হয়তো একটু জিজ্ঞাসা
করতে পারতে
আমার কি কি প্রয়োজন ছিল!
কীর্তি না অপকীর্তি?
প্রতিষ্ঠা না ঘৃণা-ভালোবাসা?
শুধু যদি একটিবার জিজ্ঞাসা করতে
আমি নিঃশঙ্কোচে বলতাম
এমন একলক্ষ সন্ধ্যার
আভিজাত আসরকে ঠেলে দিতাম পা-য়ে।
তুমি যদি রাজি হতে দেওয়ার জন্য
নিন্দা ও কলঙ্কের অন্তঃসত্ত্বা
একমাত্র রতিক্লান্ত রাত্রি।

হয়তো তোমার বিশ্বাস হলো না
লাভ-ক্ষতির পাল্লাতে
মাপ ও ওজনের মতো
কম ও বেশি হওয়া
সম্পর্কের শহর থেকে
অনেক দূরে ....
কোনও এ অজানা গাঁ-য়ের
স্পন্দিত ঋতুর মতো
ফুলের একটি হৃদয়
তবুও ফুটেছে।

এত ঝড় ও বাতাসে

Source: Author, Digitized by PPRACHIN, SOA

কি করে বা
তার পাপড়ি মলিন হয়নি
মধুও শেষ হয়নি
গর্ভ থেকে প্রিয়তমা,
অতিথি মৌমাছির জন্য
তবুও প্রতিক্ষা রয়েছে
একটি শর্তহীন পলকে।

ভিন্ন ভিন্ন বিজ্ঞাপনের
ঝলমলে আলোকমালার ভিতরে
তুমি কি সত্যি ভয় পেলে
খুলতে একটি অপাপবিদ্ধ
কোমল ঘন কৃষ্ণ রাতের উর্ণি
যেখানে, তোমার নক্ষত্রের মতো
চুম্বন মালায় ঝলসে উঠতো
আমার নির্জন আকাশের
মতোন বুক।

(৩৬)

বহু উর্ধ্বে উঠে গেলে বলে
বোধ হয় একটু ভয় পাচ্ছ পড়ে যাবার।
দূরের ছবির মতো —
দেখা যায় গাছ, লতা, নদী ও পাহাড়
এবং তোমার চোখে না পড়া
শামুক, ঝিনুক ও কাঁকড়ার দলের
পাপড়িতে আমি বানিয়েছি
তোমার জন্য এই ছোট্ট বালির ঘর।

আর যদি অন্য কেউ হতো
সেও তেমন ভাবে ঝুলত শূন্য,
আমার তাতে কিছু যায় আসে না।

এই দেখ শুধু তোমার জন্য আজ
তুলে দিলাম স্বর্গে আমার
অনুরাগের সিঁড়ি তোমার নামার জন্য।

Source: Author, Digitized by PPRACHIN, SOA

মাটিতে বসে জোর করে আমি
ধরে রেখেছি গোড়াকে,
নেমে এস তুমি
একটা একটা ধাপে ধীরে ধীরে
পা - ফেলে নির্ভয়ে।

মানছি, খুব পিছল এই অবতরণ
পা পিছলে যেতে পারে যে কোনও মুহূর্তে
হাতে দু-মুঠো বালি ছাড়া
কিছু না পাওয়ার সম্ভাবনা
এখানে প্রচুর।

কিন্তু আমার আকুলতায়
সমগ্র চৈতন্যকে কেন্দ্রিভূত করে
তুমি যদি নিচে নামা শুরু কর
তবে খুব সহজে নেমে আসবে।
যতটা ভূমির কাছে আসবে
ততটা তোমার চোখ স্পপ্নে ভ'রে যাবে।

একটা মাপজোক হওয়া
উচুঁ জায়গায় বসে
শীতল হয়ে যাওয়া হাত-পা
খুবই হালকা ও জীবনময়
মনে হবে ধীরে ধীরে।

পাহাড়ে উঠতে উঠতে
ফেটে যাওয়া গোড়ালি
ক্রমশ লাল হয়ে আসবে
গোধূলি বেলায় স্থলপদ্মের মতো
দেখা যাবে কোমল সুন্দর।

বিশ্বাস করো
মাটিতে পা-রাখবার মুহূর্তেই
তুমি ফিরে পাবে সামর্থ্য
রাগ করে পালিয়ে যাওয়া
সেই ভালোবাসার উচ্ছল কৈশোর।

Source: Author, Digitized by PPRACHIN, SOA

আর কেন দোনামনা?
ভেবেছ কি একবার
নিচে নেমে এলে
বহু কষ্টার্জ্জিত এই দুর্লভ উচ্চতা
হয়ে যাবে চির অধরা?

পাগল, যতদিন আস্থা
রাখবে তুমি অনুরাগের
সিঁড়ির উপরে ততদিন
এই আমার বালির ঘরে
অতিথি হওয়া মাত্রই
আরও স্বচ্ছন্দ হয়ে উঠবে
উর্ধ্ব গতি তোমার।

আর একটি সতেজ সাবলীলতার
শীর্ষে পৌঁছে দেখবে
আরও এগিয়ে যাবার জন্যে
সেটাতে জোড়া হয়েছে
আরও অধিক ফুলের দোলা।

(৩৭)

কত আর তোমার পথের দিকে তাকাবো?
হয়তো কোনও দিন এসে
খুঁজবে জলের ফোঁটার মতোন
এই টলমলে জীবনকে —
কত আর আগলে রাখবে?

আগে একটু দেরি হলে
গাল-ঠোঁট ভিজিয়ে ঝ'রে পড়ত অশ্রু
বুক কাঁপতো বৈশাখী ঝড়ের মতো।

অনেক দেরি হলে
অল্প জমে ওঠা অশ্রু
চোখের পাতা ভেজাতে না পেরে
অমায়িক অশ্রু ফোঁটা
চুপচাপ ভিতরে ফিরে যেত।

Source: Author, Digitized by PPRACHIN, SOA

এবার এ বিলম্ব
এ জন্মের জন্য হয়ত শুরু
শেষ না হওয়া বিরহ যাত্রা
এ কথা জেনেও
স্পন্দিত চোখের পাতা আমার
শুকনো শুকনো।

একবার কি তুমি আসবে না
রিক্ত অঞ্জলিতে আমার
তুলে দিতে সার্থক সমর্পণের
একটি লগ্ন।
এইটুকু তো জীবন।

বলতো তুমি, কেমন লাগবে
তোমাকে পাওয়ার আশা
আমাকে লতাটির মতো
জড়িয়ে রাখার সময়
আর একটি ফুল ফোটবার আগে
যদি ঋতু শেষ হয়।

(৩৮)

বহুদিন ধরে তোমার
কোনও খবর পাইনি।
চিঠি কিংবা টেলিফোন
সব দিক থেকে তুমি সম্পূর্ণ নীরব।

আমি একবার গিয়েছিলাম
তোমার ঘরের দিকে
উতলা প্রাণের ডাকে।

আমার কোমল এ সবুজ আগ্রহ
বিবর্ণ হয়ে গেল
তোমার দরজায় পাশে।

তোমাকে ভালোলাগা

Source: Author, Digitized by PPRACHIN, SOA

আমার সুকুমার সত্তা
ফিরিয়ে আনল সেদিন আমায়।
তুমি নিশ্চই সকালে
ঠিক দেখতে পাবে
মহার্ঘ্য নামটির নিচে
টলটলে আমার চোখের দু-ফোঁটা জল
শিশিরের মতো।

ঘরে পৌঁছে ভাবলাম
এমন কোনও শিল্পী আছে
যে তৈরি করে নেবে
আমার জন্যে প্রতিদিনের রাসমঞ্চ।

এই ভীষণ ভিড়
পেট্রোলের কালো ধোঁয়া
মিলিয়ে যাবে
যতসব কৃত্রিম সম্পর্ক
তোমার হাতের ছোঁয়ায়
লক্ষ চাঁদের উদয়কালীন প্রভা
জ্বলে উঠবে আমাকে ঘিরে।

কবিতার পালঙ্কে
সাজিয়ে দেবে সে
কবিতার নরম শয্যা।

কবিতার মখমলের বালিশে ভর দিয়ে
বসে থাকবে সেখানে
কবিতার মুগ্ধ বধূ
কবিতার মণিমাণিক্যে অলঙ্কারে সেজে।

কবিতার নিবিড় আশ্লেষে
বেঁধে দেবে তাকে
কবিতার পরম অতিথি।

একটি একটি কবিতার
আচরণ উন্মোচন করে
কবিতার উষ্ণ অধর

Source: Author, Digitized by PPRACHIN, SOA

উন্মুখ হওয়ার সময়
কবিতার কাঁপানো পুলকিত তনু
হয়ে উঠবে লজ্জায় রাঙা।

তোমার রাজধানী থেকে ফিরে এসে
আমি অবশ হয়েছিলাম
আর আকুল মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম
এমন কি শিল্পী পাবো যে
একটি মুহূর্তের জন্য হোক
বানাতে পারবে আমার জন্য
প্রেমের কদম বন আর
আবেগের উজান যমুনা।

এত দুঃখ পাবো জানলে
তোমার মুখের দিকে তাকাতাম না,
কাঁটা দিয়ে বন্ধ করে দিতাম
সকল পথ।
এমন শিল্পীর নাম
জিজ্ঞাসা করলাম
চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র,
অরণ্য, পর্বত, নদী ও সমুদ্রকে
আরও জিজ্ঞাসা করলাম
বসুধাকে, সময়কে, মেঘও
বাতাসকে বারবার পাতা খুলে
শাস্ত্র ও পুরাণকে।

আমার এই অসহায় অবস্থাকে দেখে
পদ্ম পাপড়িতে কিছু লিখে দিয়ে
চলে গেল অভিমানী কবিতা।

খুলে দেখি সেখানে
লেখা আছে তোমার ঠিকানা।

(৩৯)

আমি কি কোনও দিন
অচেনা ছিলাম যে

Source: Author, Digitized by PPRACHIN, SOA

দেরিতে চিনেছ বলে
আজ বলছো।

আমি তো তোমার ভালোবাসা হয়ে
তোমার ভিতরেই ছিলাম।
একটু নিরালায়
তোমার ভারি বুকের থেকে
বেড়িয়ে এসে তোমাকে
জড়িয়ে ধরতাম।
তুমি না-না করলেও
আমি উচ্ছল আবেগের বর্ষায়
তোমার মুখ ও দেহ
ভিজিয়ে দিয়েছিলাম —

হে রাজধিরাজ,
তুমি যখন আত্মভোলা
একটি কিশোর সেজে
আমার সঙ্গে লুকোচুরি খেলেছিলে।

কোন্ ব্যবধানের শক্তি
আছে যে আমাদের
আলাদা করে দিতে
যখন তুমি ছুটে এসে
কবিতার নরম পাপড়িতে
আমার চোখ টিপে ধরেছিলে।
একমুঠো শ্রদ্ধার বালিতে
গড়া হয়েছিল আমাদের ঘর
একফোঁটা কান্নায় বয়ে
গিয়েছিল নদী।
হাতে হাতে রেখে আমরা
অনায়াসে পেরিয়ে গিয়েছিলাম
দিগ্‌বলয়।
পরস্পর থেকে একান্ত অন্তরঙ্গ
আর কাউকে দেখিনি তখন।

একজন আর একজনের
চোখে তাকিয়ে

Source: Author, Digitized by PPRACHIN, SOA

হাসি ছড়িয়ে
হালকা হয়ে যাবার
সময়ে সামনে
অন্য সব সম্পর্ককে
কোনও অপরিচিতের চিঠির মতো
ভুলে গিয়েছিল আমাদের প্রাণ।

ওগো দেখ তো,
আমি কি তোমার সেই
সব থেকে অন্তরঙ্গ
অস্তিত্ব নই?

সব জেনে শুনে
কেন যে এমন করে
পরিহাস করছো আমায়
আহা, কত দেরিতে পেলাম
তোমার মতো বন্ধু!

(৪০)

একটু দেরি হলো বলে,
পৌঁছবার জন্যে
এত শীঘ্র ফিরিয়ে দিচ্ছ?

এতটা পথ
ছুটে এসেছি উর্ধ্বশ্বাসে
একটুও বিশ্রাম নিইনি।
সারাটা পথ তোমার রূপ দেখেছি
আর কিছু চোখে পড়েনি
তোমার স্পর্শ ছাড়া আর কিছু
দেহে লাগেনি।
সহস্র দুর্ভাগ্য আমার
পথ আগলাবার সময়
তুমি কি করে বুঝবে
আমি এসেছি
কেমন করে কাউকে লুকিয়ে

Source: Author, Digitized by PPRACHIN, SOA

কাউকে বা এড়িয়ে।

কত কি ভেবেছিলাম
একটু চোখ ভ'রে তোমাকে দেখবো
আর মন ভ'রে তোমাকে কাছে পাবো।
এখানে পৌঁছাবার জন্যে
কত যে কষ্ট অঙ্গে মেখেছি
হাসতে হাসতে সে কথা তোমাকে বলব।
শেষে যখন
আমাদের দু'জনের মাঝে
থাকবে না কোনও ব্যবধান
তখনই তোমার কোলে
শুয়ে পড়বো নিশ্চিন্তে
একটি সুবর্ণ সকালের অপেক্ষায়
কিন্তু তুমি, আমি আসা মাত্রই
বললে — বেশ, দেরি হয়ে গেল।
জিজ্ঞাসা করার জন্য
তোমার কাছে একটুও সময় নেই।

আমি আর যাব কোথা?
কোনও একটি অভিশাপ
যদি আমায় পাথর করে দিত।
চলে এলাম বটে
আমার দেবার জন্য আর
একটুও শক্তি নেই।

(৪১)

শুধু একফোঁটা ভালোবাসা দাও ....
বিনিময়ে আমার পার্থিব - অপার্থিব
সকল সম্বল নিয়ে নাও।

বিশ্বাস করো আমি এক পা-ও
পিছিয়ে যাব না, অঞ্জলিও ফিরিয়ে নেব না
আমি জানি সেই
একফোঁটা প্রীতির শীতলতা

Source: Author, Digitized by PPRACHIN, SOA

শুষে নেবে কাল-কালান্তর
আমার ভিতরে বহতা
উষ্ণ বৈতরনী স্রোত।

দেখ কেমন হয়েছে আমার রূপ
পোড়া কাঠের মতো!
শিমুল কাঁটার স্পর্শের মতো
সকল অনুভব।
চোখে আসছে যুগ-যুগান্তের ছানি
কৃতান্ত আঁধারে ভিতর কিছুই শোনা যায় না
নিজের আর্তনাদ ছাড়া।
তুমিতো দেখেছ তুমিও জান
সত্যি বলতে আমি কি এমন ছিলাম
শুরু থেকে?
চন্দ্রকলার মতো দেহ
কত পল্লবিত পরিষ্কার মন
তারার মতো উজ্জ্বল চাহনি নিয়ে
আমি তো এখানে এসেছিলাম!

কারও একটু হাসি মুখ দেখলে
পরম বান্ধব ভেবে
উঠে পড়তাম তার কোলে।

এমনই একদিন
স্নেহ সম্ভাষণের ছল করে
তুলে ধরে আমায় ছুঁড়ে দিল ওরা।
তুমি তো প্রত্যক্ষদর্শী
সব ঘটনার।

এসব দেখে শুনে
আজ পর্যন্ত কেন যে তুমি
পাথর হয়ে রয়েছো!
তোমাকে ভরসা করে
যে নরক থেকে
মুহূর্তের জন্য উঠে আসতে পেরেছি
কেমন করে বলতে পারছো
নির্মম কণ্ঠে : যাও .....

Source: Author, Digitized by PPRACHIN, SOA

সেখানে ফিরে যাও।

(৪২)

এসো না .....।
তোমার কোমল পা থেকে
আমার প্রণত কপাল অবধি
প্রসারিত এই গালিচার রং
আজ কেন এত লাল
তা কি তুমি জান না?
কল্পকল্পান্তর ধরে
তুমি আসতে চাইছো,
তোমার আগমনের আনন্দে
আমার অনমনীয় মাথাকে
নত করেছি।

এই বোধ হয় পৌঁছে গেলে
যতবার চোখ তুলে চেয়েছি
মাঝ পথে থেমে গেছ তুমি
রক্ত জড়োসড়ো দু-পা তোমার
আদেশ মানে না অধীর আগ্রহের।

আমি জ্ঞান পেয়ে
আতঙ্কে শিউরে উঠেছি।
শুধু নিজের প্রয়োজনের জন্যে
আহা আমি কেন ডাকলাম?

সেই শুভ্র গালিচার নিচে
রক্ত মাখা অসংখ্য বিষাক্ত
তীক্ষ্ণ কাঁটা পোঁতা হয়েছে
একটু আগে আমি দেখেছিলাম।

তোমাকে পাবার লোভে
অন্ধ হয়ে কেমন করে
ভুলে গেলাম
তোমার আপদ বিপদ!

Source: Author, Digitized by PPRACHIN, SOA

এর জন্যে আমি কত
ধিক্কার দিয়েছি আমার আত্মাকে।

প্রতিবার আমার অনুতাপকে
ছোট করে রক্ত রঞ্জিত হয়ে যায়
দীর্ঘতম সীমা আমাদের ব্যবধানের
তোমার আহত চরণকে ছুঁতে ছুঁতে।

প্রলুব্ধ করে আমায়
অপূর্ণ আশার স্বার্থপরতা।
এইটুকু রক্ত তো প্রয়োজন
প্রথম ও শেষবারের মতো
জন্ম জন্মান্তরের রিক্ত সিঁথিকে
সিঁদুরে রাঙাবার জন্যে।

লাল গালিচার উপর লুটিয়ে পড়ি —
হা হা কার করে ওঠে আমার নবনীত-বর্ণ-প্রীতি
আর বল ফিরে যাও ফিরে যাও প্রিয়তম
সৃষ্টির আদি অন্ত থেকে
সফল নিঃস্বতা সহ্য করবো বারবার
দুঃখ নেই কিন্তু এ রক্তক্ষরণ তোমার
সত্যি সইতে পারিনা।

(৪৩)

তুমি কি শুধু একটি দেহ,
একটি সত্ত্বা, কোন একটি পুরুষ
এমন কি ঈশ্বর
যার উপস্থিতি - অনুপস্থিতি
প্রেম-বিরহ কিংবা
ভাব-অভাবের সম্পর্ক জুড়তে জুড়তে
সম্পর্কিত হব তোমার সঙ্গে!

যখন এ সবের সঙ্গে
নিজেকেই ছেড়ে আমি চলে যাই
অনেক দূরে, একটি অপূর্ব নিমগ্নতায়,

Source: Author, Digitized by PPRACHIN, SOA

দিব্য গীতিময়তায় আভাসের মাত্রা হয়ে
আমি উড়তে উড়তে চলে যাই
যেন ঝড়ে একটি উড়ে যাওয়া পাতা।
তখনই সেই তন্ময়তার কেন্দ্রবিন্দু
অথবা সেই সঙ্গীতের আরোহন-অবরোহণের
সিঁড়িতে তোমাকে আমি বারংবার পাই।
তুমিও কোথায় ছেড়ে আসো
গুরুত্ব - লঘুত্ব, অঙ্গে মিশে থাকা
রাশি রাশি কোমল ও স্বচ্ছ অনুভবের
নির্যাসকে একত্রিত করে পবিত্র একটি ফোঁটা
হয়ে তুমি জ্বলজ্বল করো কালের
আঙুলের ডগায়।

আমার কপাল
ঢেকে গেছে
বিস্রস্ত কেশে
সত্যি কি কলঙ্কের কালি
মাখা আছে সেখানে।

যদিও আমি জানি
চোখের পলকে
আমাকে ফিরতেই হবে
আমার নির্দিষ্ট আকৃতি প্রকৃতির সঙ্গে
ভাগ্য-ভগবান, সময়-সংসার ও
নির্ধারিত পাপ-পূণ্যের সুরক্ষিত গহ্বরে।

তবুও তোমাকে দেখবার ও ছোঁবার
আকাঙ্খায় ভরপুর
সেই আবছায়া লগ্নের কাছে
কত বিবর্ণ ও তুচ্ছ মনে হয়
জগতের সকল আয়াসলব্ধ আয়োজন।

তাই সেখানে বিষ থাকুক কি অমৃত,
প্রাপ্তি থাকুক কি অপ্রাপ্তি
সর্বস্ব উজাড় করে সেই মাহেন্দ্র মুহূর্তের সঙ্গে
ভেঙে চুড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে
আমি অবিরত আশা রাখি।

Source: Author, Digitized by PPRACHIN, SOA

(৪৪)

এত কিছুর সত্ত্বেও কিছু অপূর্ব শূন্যতা
ও দিব্য হাহাকারের ভিতরে
নিমগ্ন হয়ে থাকি বলেই তো
তোমাকে পাশে পেলে
আমি এমনি চোখ বুজে যাই
ভরপুর হওয়ার, আকুলতায়।
তুমি স্পর্শ করলেই সর্বাঙ্গ শিহরিত হয়
একদিকে ধূসর কেশরাশিকে ঠেলে
উচ্ছল একটি কৈশোর উঁকি দেয় তো
অন্যদিকে পাতাঝরা ঋতুকে উপহাস করে
কোথায় কে জানে সুর তোলে
অনাহূত কোকিল।

আর তাই,
আমি তোমার অপেক্ষা করি
জন্ম-মৃত্যু, পাপ-পূণ্য, ব্যথা-আনন্দের
সীমার ওপারে।

তোমার আবেগের অধীর ছায়া
সন্ধ্যার রূপে কখন আমার
উঠোনে নত হয়ে আসা সমর্পিত একটি শিখা
দাউ দাউ জ্বলে।
দু'টি কম্পিত পাপড়ির মতো
আমরা দু'জন এমনি এমনি
মিশে যাই ও সময়কে অর্ঘ্য দেওয়ার জন্য
অঞ্জলি ভরা কবিতাকে
তুলে ধরি আমরা তর্পনের মুদ্রায়।

(৪৫)

একদিন ঘন ঘোর শ্রাবণের রাত্রে
তোমায় মনে পড়েছিল
বর্বণ মুখর যত মেঘকে বাইরে রেখে
সমাহিত আবেশে চোখ বুজে বসে ছিলাম

Source: Author, Digitized by PPRACHIN, SOA

তোমার স্মৃতিকে ধরে স্পন্দিত বুকে।

হঠাৎ বিদ্যুতের মতো তুমি এসে দরজায় দাঁড়ালে
খুলে দেখি দুগ্ধস্নাত দেবপ্রতিমার মতো
আপাদমস্তক ঝলসে উঠছে.
আঁচল বাড়িয়ে দিলাম ব্যস্ত হয়ে
কাছে টেনে বললে — থাক্, থাক্
আমি এসেছি ভিজিয়ে দিতে
তোমার মিলন মেঘের তপ্তশ্বাসকে।

(৪৬)

এমন কি চাইতাম যে
'দেরি হবে' বলে
পথ ভেঙে চলে গেলে
একবারও ফিরে না তাকিয়ে.

রথ তোমার এই পথে যাবে বলে
সব কাজ ফেলে দিয়ে
পথে দাঁড়িয়েছিলাম
অধীর আগ্রহে!

খুব বেশি হলে চাইতাম
তোমার অর্ধ নিমীলিত চোখের
গভীরে একটু তীর্থস্নান কিংবা
কৈবল্য কণিকার মতো একটি চুম্বন
আর মন্দির প্রদক্ষিণের মতো
একটু নিবিড় আলিঙ্গন।
হয়তো শেষে ঐহিক ও পারত্রিক
উভয় সত্তাকে আমার অনাবৃত করে
তোমার চরণে করতাম শুধুই সমর্পন।

এইটুকুর জন্যে এত সঙ্কুচিত হলে
অর্জিত সকল বিস্তারকে
কোথায় লুকালে?
আর হিসাব নিকাশ করে ভাবলে

Source: Author, Digitized by PPRACHIN, SOA

লাভ-ক্ষতি অথবা পাপপুন্য ?

নাই বা এলে
আমি তো চিরকাল কলঙ্কিনী,
একটি কাঙালিনী।
শুধু একবার তুমি নেমে এসে
যদি আমার কাছে দাঁড়াতে
তোমাকে রসিক বলে সকলে চিনতো।

এবং আজ থেকে
দীর্ঘ দিন পরে ....
তোমার মহার্ঘ্য জীবনী সম্বলিত
ইতিহাস অধ্যয়নের সময়
আজকের ঘটনা লেখা খাতা
দু'টি বাক্যের কাছে
হয়তো আটকে যেত
কেউ একজন বিহ্বল আবেগের কবি
কেউ একজন তরুণ প্রেমিক দেখতে।

(৪৩)

কিছুইতো আমার নয়,
এই রাত, এই স্বপ্ন, এই জীবন
আর এই প্রাণবিনিময়।

ধার করা সুখের অঞ্জলি
পরিশোধ করতে হবে
সুদ আসল দিয়ে আগামী সকালে
একটি মুহূর্তও সময় দেবে না।

তোমার প্রতিটি চুম্বন ও
প্রতিটি আলিঙ্গনে
প্রাপ্তি ও বিলয়
এমন নিবিড়ভাবে মিশে আছে যে
তুমি কি দিচ্ছ আমায়
বলতে পারবে কি ?

Source: Author, Digitized by PPRACHIN, SOA

সহ্য না হওয়া এই সুখের অন্তরালে
বেদনার অশেষ বোঝা আমার মাথায়।

এই উন্মত্ত সহবাসের আগুনের নিচে
মৃত্যুর শীতল ঢেউ খেলে
এ কথা কাকেই বা বোঝাবো?

কেই বা চিনবে আমায়
আমি এখন এক পতঙ্গ
যার আত্মাহুতি একমাত্র আত্মপরিচয়।

তবুও ......।
আমার অস্তিত্বকে জ্বেলে দিয়ে
দেখ তোমার জন্য শুধু
গড়ে দিলাম একটি স্বর্গ।

শুধু তোমাকে ভাবার জন্য
বারংবার পুনর্জন্ম পাবার জন্য
প্রতীক্ষা করবে তুমি
সংসার-সন্ন্যাস ও সকলেকে ছেড়ে।
কল্পবটের শাখায় একটি সুতো
বেঁধে দেবে নিজের অজান্তে
আমাকে আর একবার
দিয়ে আবার আশায়।

(৪৮)

না ..... না .....
কাছে এসো না
হাত পেতো না আর
মুছে দেওয়ার জন্য
অশ্রু ছলছল
চোখের দু'পাতা আমার।

তুমি কি নাম জান না
অশ্রুর মিহি উত্তরীয় টেনে

Source: Author, Digitized by PPRACHIN, SOA

অনুরাগে রাঙা
এই আমার দৃষ্টি যখন
নববধূর সাজে

বাসর রাত্রি চির কল্পিত
পুরুষের মতো
তুমি মনে হও সবসময়
আরও সুন্দর।

(৪৯)

তাই হোক
এবার চলে যাই
বোঝাপড়া করতে প্রতিকূল
সময়ের সঙ্গে।
আমার গ্রামের পথ থেকে
তোমার পায়ের ছাপ
মিলিয়ে যাবে আর
আমি সাজিয়ে দেবো
তোমার ফেরার পথকে
নীরব হাহাকারে
উদাস বিকেলে আর
মর্মরিত বিনিদ্র রাতে।

এখান থেকে যাওয়ার পরে
দীর্ঘদিন দূরে থাকা
তোমার প্রিয়জনের স্মিত হাসিতে
হয়তো খুঁজবে তুমি
কারো চোখের দু'ফোটা জল।
আদরের স্পর্শের সময়
মনে পড়ে যাবে ছেড়ে আসার দেশের
একাকী অসহায় মুখের ছবি।

এক এক করে
পুরানো বন্ধুদের
নিমন্ত্রণ করার সময়

Source: Author, Digitized by PPRACHIN, SOA

ধীরে ধীরে ছুঁয়ে যাবে
কার দীর্ঘশ্বাস
অজানা নির্জনতার
উদাস ভাব আনমনা করবে
যতসব পরিচিত মুখরিত
স্নেহের স্পর্শ।

আমিও এই নির্দয় শহরের
বাতাসে খুঁজবো
তোমার দেহের সৌরভ
স্মৃতি থেকে কুড়িয়ে নেবো
বাঁচবার শেষ আশ্বাস,
অবশিষ্ট বয়সের ভাঙা পিঁড়িতে
সযত্নে সাজিয়ে রাখবো
দুর্লভ মাণিক্যখচিত পরিচয়
আমাদের সম্পর্কের।

(৫০)

একদিন সে
'রাসেশ্বরী' বলে ডাকলো আমায়
হয়তো সম্বোধনের সামান্য
অদলবদল করতে।

এইটুকু সম্বোধনে কি
এমনই বদলে যায় পৃথিবী?
ঘন শালবনকে কি বাঁধা যায়
দুই বাহুতে,
দিগবলয় কি নিকট হয় ঠোঁটের কাছে?

কোনও অজানা ভালোবাসার গন্ধে
ভরপুর মেঘমালা ভিজিয়ে দেয়
মাটিকে কি বর্ষার আগেও?

একটি শব্দকে বদলাবার ভান করে
সংসারকে বদলাবার খেয়ালে

Source: Author, Digitized by PPRACHIN, SOA

আমি সব ছেড়ে ভাবি
সেই কবিকে।

(৫১)

অভাবের সময়
কখনো কিছু চাইবো বলে
থেকে গেলে দূরে?

শোন আমার চাওয়ার ভয়ে
এমন একটি কুণ্ঠার সমুদ্রে
ডুবে যেও না।

একটু বিচার করে দেখ
এ পৃথিবীতে তবুও
কেউ একজন আছে
যার কখনও কিছু পাবার নেই
তোমার কাছে।

কি বা দিতে পারো তুমি?
আমি এ জানি এ কুঞ্জবনের ঠিকানা
ভুলে যেতে অভ্যাস করার সময়
তুমি নিজেকে খুবই দরিদ্র ভাববে।

আমাকে দৃষ্টিপথ থেকে মুছে দিলে
চারিদিক আঁধার মনে হবে।
আর আমার কণ্ঠস্বর
না শোনার সংকল্পে
অর্থহীন হবে সব শব্দ তোমার।

আমার নীল শাড়ির আঁচলে
তোমার নিষ্ঠুরতা না ঢাকলে
নিজের দর্পণের কাছে নিজেকে
নগ্ন মনে হবে।
তবুও তুমি সেই পথে যাবে
যে পথে ফিরবার পায়ের ছাপ

Source: Author, Digitized by PPRACHIN, SOA

কখনো পড়েনি।

সেই দিগবিজয়ের পথে
একমুঠো ধুলো হওয়ার পরেই
আমি 'রাসেশ্বরী' হতে পারলাম।

নিজের সকল অভাবকে
আমার উপরে ছুঁড়ে দিয়ে
আজ নিজেকে ভাবগ্রাহী বলছো
অন্যদের কাছে।

(৫২)

ছোঁবে ছোঁবে বলে কেন যে থেমে যাও?
কাছে এসো আরো কাছে।
হৃদয়কে তো ছুঁয়েছো কবেই
এবার এ দেহ থেকে তুলে নাও
সকল পাপড়ি।

ওগো আমার শারদ আকাশ
তোমার স্বচ্ছ বিস্তারের নিচে
দেখ, আমি পদ্মের মতো ফুটেছি
আর দেহে আমার নেই কোনও গ্লানি অবসাদ
শুধু সার্থকতার চরম মুহূর্তের জন্য
প্রতিক্ষায় আছি।

একবার শুধু তুমি আত্মীয় মধুমক্ষী সেজে এসো
আর ছুঁয়ে যাও আমার গর্ভকেশরকে।

কে জানে কত জন্ম ধরে
অপেক্ষা করে থাকে এমন নারী
কোনও দিব্য বিস্ফোরণের লগ্নের জন্য?

শুধু একটু আঙুলের ছোঁয়ায়
ধ্বংস ও সৃষ্টির এই মধুর
সামর্থ্যের রঙে

Source: Author, Digitized by PPRACHIN, SOA

আবেগের তুলি ডুবিয়ে
আঁকতে পারে যে
জীবনের থেকেও কোনও কমনীয় ছবি —

সে তো স্বামী কিংবা প্রেমিক নয়,
সমস্ত অধিকার শূন্য
স্নেহের সমুদ্র থেকে
উঠে আসা সূর্যের মতো
সে একজন কবি শুধু কবি।

(৫৩)

কাল স্বপ্নে দেখলাম
অযুত চুম্বন এঁকে দিয়েছিলে আমায়
স্বর্গ থেকে পাতাল
নরক থেকে অমরাবতী
আর বিক্ষুব্ধ সমুদ্র থেকে ঘন অরণ্য.....।

এ পিঠ ও পিঠ করে
তোমার ঠোঁট ছুঁয়েছিল
এ দেহের অনাঘ্রাত অণু,
আমার আত্মার উদ্ভিন্ন যৌবন।

আমরা দু'জন
শ্বাসরুদ্ধ হয়ে উঠলাম
তবুও শীতল হল না একটুও
হলাহলের থেকেও তীব্র
পাপের থেকেও আঁধার
আর মৃত্যুর থেকেও প্রগাঢ়
তোমার নিবিড় আলিঙ্গন।

তোমার কামনার থেকেও নীল মনে হয়েছিলো
তোমার ঠোঁটের অধীর দংশন।

চুম্বনে চুম্বনে
আমার জানু ও নিতম্বে

Source: Author, Digitized by PPRACHIN, SOA

পরিয়ে দিয়েছিলে মরকত মেখলা
সদ্য অপরাজিতা মালায়
মণ্ডন করেছিলে আমার স্তনযুগল।

তোমার আবেগের স্বেদবিন্দু
সর্বাঙ্গ ধুয়ে দিয়ে বয়ে যেতে যেতে
একদণ্ড থেমে গিয়েছিল
আমার স্তনবৃন্তে
তখনই তুমি পরিহাস করে বলেছিলে,
দেখ কেমন করে লেগে রয়েছে
আমার প্রীতির অন্তিম আশ্বিন তোমার বুকে
যেন একফোঁটা শিশির।
আমার ঘুম ভেঙে গেল
আমি পুরোটা ভিজে গিয়েছিলাম
ঘামে ও চোখের জলে।

তোমার নিষ্ঠুরতাকে ফাঁকি দিয়ে
আর একটি হাহাকার দগ্ধরাত্রি
বিদায় চেয়েছিলো আমার থেকে
রতিক্লান্ত মুহূর্তের সজল স্নেহে।

আর আমি স্বপ্ন দেখিনা কি কবিতা লিখি না
এখন চারিদিক খুব চুপচাপ
তুমি তো চিঠি দিতেও বারণ করে দিলে
এখন কেমন করে কাটছে দিন
ভবিষ্যতে কি হবে সে সব কিছুই ভাবি না।

কবিতা ছাড়া অন্য কোনও ভাষা
তুমি বুঝতে পারো না বলে তো
আমি চিঠি লিখি তোমার কাছে কবিতায়।

তোমাকে চিঠি লেখবার সুখে
সকল সংসারকে করে দিই কোণঠাসা
আর সম্পূর্ণ ভুলে যাই
আমার কেউ আত্মীয়-অনাত্মীয় আছে বলে।
সারাটা জীবনের যত আহত অনুভবের
তীক্ষ্ণ কাঁটার আবেগের সুতোজুড়ে,

Source: Author, Digitized by PPRACHIN, SOA

প্রাণের কোমল আশার ফুলেদের বিদ্ধ করে
তোমার জন্য গাঁথবার সময়
আমার অজান্তে, সে কবিতা হয়ে যায়।

তীর থেকে ঝ'রে পড়া রক্ত
চোখ থেকে বয়ে যাওয়া অশ্রুকে মুছে
আমি তাকানোর সময়
সে সব আমার কবিতার শব্দ হয়ে যায়
তোমার প্রিয়তমা হওয়ার যোগ্যতা না থাকলেও
আমি কোনও চাবি দেওয়া পুতুল কি
কোনও সমাধির নাম - ফলক নই,
আমি একজন নারী বেঁচে আছি আর
তোমাকে ভালোবেসেছি, খুঁজছি ও
সময়ে সময়ে চিঠিও লিখছি।

(৫৫)

তোমার কথা ভাবতে ভাবতে
তোমার পথ চাইতে চাইতে
চোখ আমার বুজে আসার সময়
তুমি নাই বা এলে কিন্তু
যে দিন আসবে সেদিন
সকল ভাবনা শেষ হয়ে যাবে।
তোমার দিব্যি, যেদিন খবর পাবে
নিশ্চয়ই আসবে।

তুমি এসে পৌঁছে গেলে
প্রতিবারের মতো সেদিন
আর ছুটে যাবো না
আমন্ত্রণের মুদ্রা নিয়ে
তোমার কাছে।

তোমাকে একটু দেখবার জন্যে
সে চোখ খুলতে পারবো না
যে চোখ অনন্ত স্বপ্নকে নিয়ে
গভীরতম নিদ্রায় শুয়ে থাকবে।

Source: Author, Digitized by PPRACHIN, SOA

হাসি অথবা অশ্রু
কথা কি কবিতা
কারোর কিছু দায়িত্ব থাকবে না।
সব থেকে বড়ো কথা
তুচ্ছ ভূমির উপরে
অভিষিক্ত হয়ে থাকা
আমার 'রাজেন্দ্রানী' ভঙ্গির সামনে
সকলের ভ্রূকুটি বিবর্ণ হয়ে যাবে।

আজ আর কাউকে ভয় নেই।

এই শোন, পারতো আমার জন্য আনবে
একটি নীল রঙের শাড়ি, মহাকালের ঢেউ
ভাসিয়ে নেওয়ার সময় আর কোনও
লজ্জা বা সঙ্কোচ নেই।

অন্য সব অলঙ্কার খুলে দিয়ে
নিজের হাতে আমাকে পরিয়ে দেবে
সেই শাড়ি।
কত ক্ষুদ্র আমি তোমার একটি বাহুই যথেষ্ট
আমাকে একটু কোলে নিয়ে
ওপাড়ে পার করে দেবে।

(৫৬)

যেতে যদি প্রস্তুত আবার কেন
ঘুরে তাকাচ্ছো পিছনে?
চাইলাম বলে তো ধীরে ধীরে
ফিরিয়ে দিলাম সব
একখানা চিঠির জন্যে
মিনতি করা, একটু সঙ্গে যাওয়া
কিংবা না এলে অভিমানে নত হওয়া
ইত্যাদি সকল নিষ্পাপ সুখকে
ফিরিয়ে দিয়েছি আমি।

Source: Author, Digitized by PPRACHIN, SOA

আর কি বাকি আছে যে
এত ফিরে ফিরে তাকাচ্ছো?
আমি তো আশ্বিনকে ফিরিয়ে
দিয়েছি শিউলি ফুলের গন্ধ,
রাত্রিকে ফিরিয়ে দিয়েছি পূর্ণিমার চাঁদ
আর সময়কে ফিরিয়ে দিয়েছি জীবন!

দোহাই তোমায়,
তোমার পায়ের ছাপ থেকে
মিলিয়ে যাওয়া একমুঠো ধূলি ছাড়া
আর কিছু বেঁধে রাখিনি
আমার আঁচলে।
যদি বলবে তাকেও খুলে
ফেলে দেবো এই জীর্ণ আঁচল থেকে।

শুধু তুমি সুখে থাকবে বলে
আমাকে কথা দিয়ে যাও।

(৫৭)

তোমাকে খুঁজে পাওয়া ও
হারিয়ে খোঁজবার খেলা
খেলতে খেলতে সময়কে জানা যায় না।

অনেক দুপুর ও অগণিত
তারা ভরা রাত্রি
কেমন করে অতিক্রান্ত।

বর্ষার আর্দ্রতা ছোঁয় আমাকে
আর বৈশাখের উত্তাপ।
ধরা দিতে দিতে বসন্ত
ঝরে পড়ে আঙুলের ফাঁক দিয়ে
নির্জন অভিলাষের ভারেতে
ফেটে যায় শরতের বুক।

ঠিক পৃথিবীর মতো সব কিছু

Source: Author, Digitized by PPRACHIN, SOA

সহ্য করে এই আমার দেহ
কোন রং তোমার বেশি পছন্দ
এ কথা জানতে না পেরে
অদল বদল করি পুলক ও বিষাদের
সবুজ ধূসর শাড়ি পাল্টিয়ে।
এই দু'টি আমার শাড়ি .....।
খুব ইচ্ছা করে সেই সব
খুলে ছুঁড়ে দিয়ে পাগলিনীর মতো
অদ্ভুত উলঙ্গ হয়ে যাই!

হয়তো তুমি পরিয়ে দিতে একটি
শাড়ি যার রং নীল রাস রাত্রি।
হয়তো তেমন কিছু করতে পারি না আমি
তুমি তাকিয়ে থাকো দশ দিক থেকে
আর আমার নগ্নতা পরখ করে নাও।

(৫৮)

এবার আমি তোমাকে প্রায় ভুলে গেছি
তোমার দেওয়া দুঃখকে
ভরপুর ভোগ করার আনন্দের ভিতরে।

কোন্ দিন পেয়েছিলাম
তোমার প্রথম চিঠি
কবে তোমার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা
কবে আমার ঠোঁটে তুমি দিয়েছিলে
প্রথম চুম্বন,
কবে লিখেছিলে তুমি আমার জন্য
প্রথম কবিতা,
সে সব আর কিছু মনে পড়ে না
এ জন্মের শেষ রাত্রিদের তোমার জন্য
তিল তিল মরবার ছন্দের ভিতরে।

প্রতিটি মুহূর্তে মৃত্যুর শীতল স্তব্ধতাকে
নতুন শাড়ির মতো ভিন্নভাবে পড়বার সময়
তুমি দপর্ণের মতো আমার সামনে দাঁড়াও

Source: Author, Digitized by PPRACHIN, SOA

আমি কত সুন্দর মনে হয় তখন।

কত স্নেহ অনুরাগে তোমার বিরহের
আতরটুকু আর একবার ছিটিয়ে দেয় সময়
আমি দু'চোখ বুজি
পুলকিত সুগন্ধের ভিতর
যেখানে তুমি আদৌ থাকো না।

(৫৯)

তোমার ছায়াকে ছুঁতে পারবো না যেখানে
সেই আঁধারের গহ্বরে
পথ দেখিয়ে দিচ্ছো আমায়
বড় নিষ্ঠুর নীরবতার ধারালো ছুরিতে
আমার আঁচলে বাঁধা
অনুরাগের একটি একটি গাঁটকে কাটছো।

কত সতর্কতার ভিতরে
তুমি দিচ্ছো মৃদু মধুর ও নির্মমতম আঘাত
ভালোবাসার দুর্জয় নেশায়
আমাকে অচেতন করার পরে।

আমার বুকটাও কিভাবে তৈরি কে জানে
সেখানে একটি পাতা ঘসলে ঝড় বয়ে যায়,
ফুলের পাপড়ি ঝরলে ভয়ংকর শোনায়
স্মিত হাসি দিয়ে খুব চেপে রাখলেও
ধরা পড়ে যায় দীর্ঘশ্বাস।

প্রাণ দিয়ে ভালোবাসি বলেই তো
ইচ্ছে মতো খেলার জন্যে
অকুণ্ঠিত ভাবে বিসর্জন দিলাম
স্বাধীনতাকে তোমার পায়ের নিচে

Source: Author, Digitized by PPRACHIN, SOA

(৬০)

কেউ হয়তো জানতো না
তোমার উপরে আমার স্বতন্ত্র অধিকার।
যাওয়ার বেলায় ডেকে ডেকে
আমন্ত্রণ দেবে সকলকে
যার থেকে ঋণ তোমার
পরিশোধ করে দিয়ে যাবে।
স্থাবর অস্থাবরের হিসাব
বুঝিয়ে দিয়ে স্ত্রী ও সন্তানকে
কাকে ক্ষমা কাকে আর্শীবাদ দিয়ে
মুখে কাঁদো কাঁদো বিদায় নেওয়ার ভঙ্গি
তুলে ধরবে কোনও অন্তরতমার কাছে।

আমি কিন্তু আমার অপূর্ব অধিকারে
তোমাকে শোনাবার মতো বলবো
ওগো, আমার সোনা এই আমার
ছোট কথাটি শুধু শোনো
দীর্ঘদিন পরে বিদেশ থেকে ফিরে
কেউ কি আসে খালি হাতে?
তুমি কিন্তু বলবার আগে
আমি নিজেকে রেখে দেবো
বন্ধ হতে যাওয়া তোমার
হৃদয়ের মণি কোঠায়।

(৬১)

যাও যাও ......
প্রাণ ভরা উচ্ছল ঢেউয়ে
আজ আমি মিলিয়ে দিলাম
তোমার পায়ের ছাপ মনের
বেলাভূমি থেকে।

আবেগের রামধনুর মতোন
বুকের আকাশে দেখ
লিখে দিলাম বেদনার

Source: Author, Digitized by PPRACHIN, SOA

সাতরঙা শব্দ
বিদায় ...... বিদায় .....
তোমার আমার সম্পর্কের ভিতর
যত যা সৃষ্ট সব কেবলই তোমায়।
আর যেটুকু দুঃখ পেয়েছি
সেটুকু আমার নিঃস্ব জীবনের
মহার্ঘ্য পাথেয়।
যত অশ্রু যত দীর্ঘশ্বাস
সে সব আমার একান্ত নিজস্ব
তোমার জন্য নেই আমার অভিযোগ
নেই অধিকার।

আজ থেকে মুক্ত করে দিলাম
খুশি মনে আমার ইচ্ছের খাঁচা থেকে
কথা বলা পাখির মতো
তোমার যে নিষ্পাপ হৃদয়।

দিব্যি তোমায়, এত অল্প দিনে
যত সুখ দিলে ঈশ্বর দেয়নি কাউকে
বিশ্ব সৃষ্টির পরে।

হয়তো একটু অমঙ্গল ঘটে যাবে বলে
এই দেখ মুছে দিলাম
শেষ সম্বল ক'ফোঁটা চোখের জল
প্রণাম ও প্রার্থণাকে
মিলিয়ে দিলাম চিরদিনের জন্যে
মাথা নিচু করে।

(৬২)

যাওয়ার বেলায়
বলে গেলে কেঁদো না আর
কাঁদলে আমার আয়ু কমে
যাবে। বলতে বলতে বলে দিলে এত বড় কথা?
একটুও ভাবলে না তুমি কাছে না
থাকার সময় এই চোখের জলকেই

Source: Author, Digitized by PPRACHIN, SOA

আশ্রয় করি আমি।

আমার বুক হালকা করে
ঠোঁট ও গালে আদর দিয়ে
এই অশ্রু ফোঁটায়
শুইয়ে দেয় আমায়।

এদের আসতে
এমন দিব্যি দিয়ে
বারণ করে দিলে
এ-হতভাগিনী আবার
কত জন্ম বিনিদ্র থাকবে।

সহজে আমার কপালে
অন্য কিছু পাওয়ার যোগ নেই
তবুও তুমি এত নিষ্ঠুর যে
যতটুকু ভালোবাসো
তার চেয়ে ভুলে যাও সহস্র গুণ।

সেই স্বল্প সময়ের ব্যবধানে
সেই অশ্রুঝর্ণা পথ খোঁজে
আমার রুক্ষ হৃদয়।
ধীরে ধীরে স্মৃতির সবুজ লতায় পাতায়
দুঃখ আমার শ্যামল হয়ে ওঠে।

তোমার থেকে দূরে থাকার দুঃখ
আর কষ্ট দেয় না
যখন ইচ্ছে তখন
সেই জলধারার মুগ্ধ শয্যার দিকে তাকালে

তোমার মুখের ছবি সেখানে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।
আমি সেটুকু পেলে
কত সুখী হই
তা তুমি কি করে বুঝবে?

না-ই বা হল
তোমার কথা থাকুক।

Source: Author, Digitized by PPRACHIN, SOA

আমার টলমলে অশ্রু
মিশে যাক আয়ুর যত বিন্দু
তোমার আয়ুর সঙ্গে।
যদি আমার সুকৃত হবে
কত প্রজন্মের স্বপ্ন
সাকার হয়ে যাবে!

এমন তৃষ্ণাতে প্রাণ
ছেড়ে যাবার সময়
তুমি শেষ জলের ফোঁটা
আমার মুখে দেবে।

(৬৩)

তুমি যে খুব শীঘ্র চলে যাবে
এ-কথা আমি ভালোভাবে জানি
আমি এ-কথাও কখনও কামনা করিনি,
কালান্তরের জন্য তোমাকে
বেঁধে রাখব
বাহুতে আমার।
সজল মেঘের মত
যা আমার পিপাসিত
সর্বাঙ্গকে ছুঁয়ে
তার পল্লবিত কুসুমিত করে
সে-কি শুধু
তোমার এ-নামে পরিচিত
সুদীর্ঘ শরীর?

সে-তো তোমার
অনুপম সুকুমার ভাব।

বরদ দেবমূর্তির রূপে
আমার বিপন্ন সত্তার সামনে
প্রত্যক্ষ হওয়া পর্যন্ত
কে জানে কতবার ঠুকেছে

Source: Author, Digitized by PPRACHIN, SOA

তার দেহে ব্যথার নিহ্নান।
দুঃখের কোন্ আঘাত
গড়ে দেবে তার
সুঢল কপাল।

নাসা, কর্ণ, ভ্রূলতা ও অধরকে
অত স্পর্শক্ষম করে
লিখে বসবো কোন অবসাদ?

পরিশেষে, হয়তো
কোনো এক বিপুল নিরাশার হাতে
পেয়ে যাবে তুমি চক্ষুদান।

সেই জন্য
অত স্নিগ্ধ অনুরাগে
হয়তো তুমি বুকে তোমার
টেনে নিতে পার,
আর আমার চোখের পাতায়
এমন কোমল করে
তুমি ঠোঁট রাখতে জান।

কবে আমার
একজন প্রিয়তম অতিথি আমার
আত্মার ফোঁটা ফোঁটা রক্তে
হৃদয় ডুবিয়ে,
তুমি যে কত কবিতা লিখেছ
আমি তো কখনও তার
শেষ শব্দ হতে চাই না।

বরং আমার প্রণাম নাও,
প্রীতি নাও, সর্বস্বত্ত
পথের পাথেয় করে
আমার বিদায় নাও,
যাওয়ার জন্য হতে পারে
আরও যদি আগে
যখন বাকি থাকবে পথ
বহুদূর।

Source: Author, Digitized by PPRACHIN, SOA

(৬৪)

একদিন —
স্বয়ং ঈশ্বর
আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন,
এবং বললেন,
যা ইচ্ছে চেয়ে নে আজ,
আমি শুধু তথাস্তু বলার জন্যে
বৈকুণ্ঠ থেকে নেমেই এসেছি।

আজকের এই দিনটি
তোর জীবনের শেষতম তিথি।
সত্যি! আমি চমকে উঠলাম
তবে সরে যাও —
সরে যাও —
আর পথ আগলিয়ে দাঁড়িও না

স্বপ্ন কিংবা জাগরণের রথ চেপে
আজ আসবে নিশ্চয়ই
আমার প্রাণের অতিথি।

Source: Author, Digitized by PPRACHIN, SOA